* পরবর্তী আকর্ষণ *

ডঃ এস্ পাণ্ডে রচিত

একটি পাপ, আরও হোক!

সুন্দর নিসপাপ মানুষ, সুন্দরী অসামান্য রূপসী যৌবন লাবণ্যময়ী নারী সবসময় তার পাপের পথ এড়িয়ে আগিয়ে চলতে। কিন্তু একবার একটি পাপের পথে পা দিলে সেভাবে আরও পাপ করতেই বা দোষ কি? একটি পর একটি কলংকের কালিমা ছাপ মারে তার মনে—তখন যে ভাবে হোক না পাপে—সমাজে সবার রক্তে যে অর্থ সেই টাকার বিনিময়ে আরও একটি পাপ বেড়েই চলুক।

মূল্য—১·৫০

এই সিরিজের ১ নং বই—**মেয়েরা কেন পতিতা হয়**

২নং বই—**কলংকের দাগ**

প্রতিটি—১·৫০

আর ছাপা হচ্ছে

রাতের রাণী

মূল্য—দেড় টাকা

BIPATHGAMI NARI

॥ এক ॥

বহুদিন পরে যে এমনি একটা পরিবেশে এমন একটা অবস্থায় অলকার সঙ্গে দেখা হতে পারে তা মনে করতেই পারেনি অজিত।

ঘটনাটা ঘটল কিভাবে তা বর্ণনা করছি এবারে।

নেহাৎ আকস্মিক ভাবেই দেখা হলো ওদের।

সেদিন বুধবার।

দিনটা অজিতের বেশ ভালই মনে আছে—কারণ সেদিন একটা খুব কঠিন মোকর্দমাতে জয়লাভ করে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটু ফুর্তি করতে সেদিন কোলাকাতা শহরের একটি প্রকাশ্য পানশালা বা বারে।

বন্ধুরা কেউ মদ্যপ নয়—অর্থাৎ তারা কেউ নিয়মিত মদ খায় না।

আমিওত তাই।

তবে পালে পার্বনে বা আনন্দের দিনে দু এক পেগ বিলিতি পানীয় সেবনে তাদের আপত্তি নেই।

তাই তারা সেদিন বৌবাজার আর সেণ্ট্রাল এভিনিউর কাটিং এর ধারের বারটিতে যার নাম ক্যালকাটা বার।

বিরাট রঙিন আলোতে নামটা লেখা।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসার পর দলে দলে লোক এসে ভিড় করে এখানে।

যত রাত্রি বাড়ে ততই বাড়ে ভিড়।

দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলে শুধু শুনতে পারা যায় গান। হুল্লোড় শব্দ। চোখে পড়ে সিগারেটের ধোঁয়ার অন্ধকার পেরিয়ে রং আর মানুষ আর দেহবিলাসিনী নারীদের বসে থাকতে।

ছুটোছুটি করে বড় বেয়ারারা।

বারের আসতেই একটা বোর্ডে লেখা থাকে, কার কতক্ষণ খোলা থাকে।

স্পষ্ট লেখা চোখে পড়ে 'বার ওপ্‌ন্‌ আপটু টেন পি, এম্‌'।

অজিত, প্রবেশ করল বন্ধুদের সঙ্গে।

বসল একটা টেবিলে।

একজন বললে কি খাওয়া যায়?

—বীয়ার। অন্যজন বললে:

—না হুইস্কি।

—ব্র্যাণ্ডিই ভাল।

—না ভাই।

—কেন?

—এতে নেশা জমে না তেমন।

—তাহলে রাম।

—তা মন্দ নয়।

তাই স্থির হলো। অজিত বয়কে অর্ডার দিল—এই চার প্লেট রাম নিয়ে এসো।

—সোডা সাব?

—হ্যাঁ, সোডাও আনো।

বয় চলে গেল।

অজিত তখন চারদিকে দৃষ্টি দিল বেশ ভাল ভাবে।

ওপাশে মেয়েরা নাচছে। তালে তালে বেজে চলেছে বাজনা।

ঝম্ ঝম্···ঝম্ ঝম্···

অজিত অন্যদিকে তাকাল এবার। টেবিলে অন্য মেয়েরা বসে। এরা কল গার্ল বা ক্লাইং গার্ল। এরা কেউ নাচে দেহ বিনিদের পাড়ায়—কেউ বা থাকে ভদ্র পাড়ায়। গোপনে এখানে আসে।

একজন বললে—একটাকে ডাক দেনা—একটু গল্প করা যাক।

—তা মন্দ নয়।

—কোন্‌টা?

—ঐ কোনের মেয়েটা।

—নীল শাড়ি?

—হ্যাঁ।

—বেশ ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে বয়কে ডাকা হলো। তার পর নীল শাড়িকে এদি আনতে বলা হলো তাকে।

বয় তার কাছে গিয়ে বললে সে কথা। একটু পরে নীল শাড়ি এগিয়ে এলো এদিকে।

—আমায় ডেকেছেন আপনারা ?

—হ্যাঁ। বসুন।

মেয়েটি বসল।

—তারপর নাম ?

—অলকা

—কোথায় থাক ?

—বিডন স্ট্রিট।

—আমরা ঐ অঞ্চলেই থাকি।

—কোথায় ?

—মানিকতলা।

—ও। কতক্ষণ বসতে হবে ?

—বড় জোর আধ ঘণ্টা।

—পাঁচ টাকা লাগবে।

—পারেন।

থোরটিং হাসে আর এক পেগ মদ আনতে বললে একটি সঙ্গী।

অজিত মেয়েটির দিকে তাকাল। তাকে দেখে তার যেন -বলে মনে হলো।

ভাল করে দেখল সে

হ্যাঁ—এইত সেই অলকা। সে হঠাৎ এখানে এলো কি করে ?

অজিত প্রশ্ন করল—আপনার দেশ কোথায় ছিল বলতে পারেন।

—দেশ হুগলী জেলায়।

—কোন্নগরে!

—হ্যাঁ।

—বামুন পাড়ায় না!

—ঠিক বলেছেন। তা আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

—সে কথা থাক। আপনি বিয়ের আগের রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান না।

—ঠিক।

—প্রেম করে?

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি[illegible] ক ছিল?

—রবীন

—সে এখন কোথায়?

—জানি না

—তাকে বিয়ে করেননি?

—না—বিয়ে আর হলো কই!

—বিয়ে করে ক্ষতি তাহলে?

—না।

—না।

—তাকে নিয়ে কোথায় উঠেছিলেন?

—দমদম অঞ্চলে একটা বাড়ি ভাড়া করে আমরা ছিলাম মাস তিনেক। তারপর চলে যায় সে। পালিয়ে যায় বলতে পারেন।

আমি তখন চলে যাই সোজা কোলকাতায়। নানা জায়গায় চাকরী করি। তারপর চলে এসেছি এই পথেই। কি করবো?

—আমি কিছু কিছু জানি। আপনাদের মধ্যে একসময় কোন্নগরে বেশ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল কিনা, তাই—

—আপনার দেশ এখানে ছিল?

—না।

—তবে?

—ওখানে আমার মামার বাড়ী।

—বুঝেছি।

—যাক অভাগার কথা আর একদিন শোনা যাবে। আজ থাক।

—ঠিক আছে। তা আপনাদের কেউ কি আমার সঙ্গে যাবেন?

—কোথায়?

—আমার বাসায়।

—বাসায় লোক রাখেন?

রাখি।

—কত চাই?

—কুড়ি টাকা।

—আজ থাক—আর একদিন বরং দেখা যাবে এ ব্যাপারে।

—ঠিক আছে।

পাঁচটা টাকা ভাল করে হাতে দিয়ে দিল অজিত।

তারপর বললে—রোজই কি আপনি এখানে আসেন নাকি?

—হ্যাঁ, প্রায় রোজ—

—বুঝেছি।

—উঠে দাঁড়াল অজিত।

—বন্ধুরাও উঠল।

—পথে বের হয়ে তারা বলল—কি ব্যাপার রে? মেয়েটাকে চিনিস্?

—চিনতাম।

—কবে?

—এককালে।

—তার মানে?

—মানে আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে।

তা এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?

—কি করব?

—পুরোনো কথা বললি না?

—তা বলার মতো কিছু নয়।

—তবে?

—পুরোনো ঘটনা শুধু মনকে খারাপ করে তোলে। তাই সে সব কথা শুনে লাভ কি?

—তা বটে।

অজিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বন্ধুরা আর কথা বাড়াল না। অজিত যখন এ কথা বেশি আলোচনা করতে চায় না তখন তা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই।

কিন্তু কথা না বললেও অজিত এতবড় একটা কথা সহজে ভুলাতে পারল না।

সমাজ তার পরিবারের সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেদিন অলকা চলে গেছিল পালিয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে সেদিন কথাটা শুনে তার বেশ ভালই লেগেছিল।

একটা বিদ্রোহী মেয়ের ইতিকথা তার সেই যুবক মনে সেদিন দোলা দিয়েছিল।

আর আজ?

সেই বিদ্রোহী বহ্নির মতো জ্বালাময়ী মেয়েটির আজ এই পরিণিতি?

মনটা তার দুঃখে ভরে ওঠে।

বন্ধুরা চলে বাড়ির দিকে।

একজন বলে—অজিত—কি ভাবছিস্?

— না, কই—

—আঃ, তোর নেশাটাই নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি!

—কেন?

—ঐ মেয়েটির জন্যে। মেয়েটাকে না ডাকলেই বোধ হয় ভাল হতো।

—তা বটে।

বলে অজিত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। তারপর বলল—দূর ঐ মেয়েটা এত আনন্দ, নেশা, সব নষ্ট করে দিলি! ওকে না দেখলেই ভাল হতো। তাই নাঃ

—তা বটে!

বন্ধুরা বললে—তার চেয়ে চল্‌; অন্য কোথাও গিয়ে বরং আর এক পেগ করে খাই—

—না তার প্রয়োজন নেই।

অজিত তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজেও বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

॥ দুই ॥

অজিত ধণীর সন্তান।

বয়স তবে প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি—তবু সে আজও অবিবাহিত।

তার কারণ কি, তা জানতে গেলে অজিতের সারা জীবনের ইতিহাস জানতে হবে।

অজিতের বাবা তার জন্যে বিরাট সম্পত্তি রেখে মারা যায়। বাবার মৃত্যুর পর অজিত তাঁর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেই ক্ষান্ত হলো না। সে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্যে নিজেও দু'একটা ব্যবসায়ে হাত দিল।

বি, এ, পাশ করেই সে পড়াশুনা বন্ধ করেছিল—তখন সে ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করল।

আত্মীয় স্বজন যারা দু'চারজন ছিল, তাদের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি

নিয়ে মামলা মোকর্দমা মাঝে মাঝে হতো—অজিতের সৌভাগ্যকে আত্মীয়রা ঈর্ষা করত। কারণ অজিতের সৌভাগ্য এই ছিল যে, যখন যে ব্যবসায়ে সে হাত দিত, তাতেই সে প্রচুর লাভ করত।

এদিকে আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা মোকর্দমা করে যে সম্পত্তি ভাগ বাঁটরা করে নিল। সে সব সময়ই আত্মীয়-স্বজনকে এড়িয়ে চলত।

কিন্তু ব্যবসায় জগতের নেশা এমনি যে, তা একবার পেয়ে বসলে, সহজে আর তা ত্যাগ করা যায় না।

ঠিক তাই হলো অজিতের জীবনে। সে দিনে দিনে আরও বেশি ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ল।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় ও বাবা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায়, তার বিয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার এমন লোক কেউ রইলো না।

(শুধু বিয়েই নয়—নারী সঙ্গম অবৈধভাবেও সে কখনো করার সুযোগ পায়নি) তাই ঐ বিষয়ে তার খুব আগ্রহ ছিল না।

কলেজ জীবনে একবার এক বান্ধবীর সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছিল কিছুদিন।

কিন্তু হঠাৎ অন্যত্র সেই বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গেল—

অজিত জানতেও পারেনি—যখন জানল তখন সামান্য দুঃখ সে পেল।

এইটুকুই মাত্র তার জীবনের প্রেমের ইতিহাস।

তারপর বাকী জীবনে সে মামলা-মোকর্দমা ও ব্যবসাপত্রে এমন

ব্যস্ত হয়ে রইল যে প্রেম বা নারীর সঙ্গে রোমান্সের কোনও সুযোগ সে পায়নি তার মধ্যে।

এর মধ্যে সে একবার বাবা মারা যাবার পরই কয়েকদিনের জন্যে গেছল মামার বাড়ী কোন্নগরে। যেখানে সে দেখতে পেয়েছিল অলকাকে। অলকাকে দূর থেকে সে দেখেছিল তখন।

সুন্দরী অলকা।

তাকে দেখে বেশ ভালই মনে হয়েছিল সে সময় অজিতের।

অলকার বিয়ে হবে বলে সে শুনেছিল। কিন্তু এর মধ্যেই একদিন সে শুনতে পেল, অলকা রবীন নামে একটা ছেলেকে ভালবাসে।

তারপর—

একদিন সে শুনতে পেল অলকা বাবা মার পছন্দ করা পতিকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় রবীনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

এইটুকু মাত্র পটভূমিকা।

এরপর আর অলকাকে সে দেখেনি বা তার কথা শোনেনি।

তারপর সুদীর্ঘদিন পরে সে হঠাৎ দেখতে পেল অলকাকে একদিন।

অলকা 'ক্যালকাটা বারে'র সামান্য একজন কল্ গার্ল।

ইতিমধ্যে অলকার জীবনে যে কি কি পরিবর্তন ঘটে গেছে তা জানত না অজিত। জানবার জন্যে তার কৌতূহল হয়েছিল বটে তবে বন্ধুদের কথাতে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। তার লজ্জায় বা সংকোচে বেধেছে।

কিন্তু আজকে একটা কৌতূহলে তার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখল কদিন ধরে। তার বার বার যেন জানতে ইচ্ছা করে অলকার ইতিহাস—তার জীবনের এই ওঠাপড়ার কারণ কি। কিন্তু তা সে পারেনি।

বন্ধুবান্ধবরা ইদানীং অজিতকে একেই বিয়ে করার জন্যে তাগাদা দেয়।

বলে, তোর বয়েস ত প্রায় ত্রিশ ছুঁতে চলল অজিত—আজও বিয়ে-থা করছিস না?

—এসব আর হবে না এ জীবনে।

—কেন?

—আমি ব্যবসা-পত্র ও কাজকর্ম নিয়ে বেশ আছি ভাই—আবার এ সব ঝামেলা কে জড়ায়?

—তাইবলে চিরদিন কি এমনি অবিবাহিতই কাটাতে চাও নাকি?

—মন্দ কি?

—তোমাদের মত বয়সের ছেলেরা যদি এভাবে বিয়ে না করে ত দেশের মেয়েদের দশা কি হবে?

—দেশের কথা পরে ভাববো—এখন ভাবছি নিজের কথা।

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। এখন এই বয়সে আবার একটা বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাই না।

—বোঝা গরীবদের কাছে, তোমাদের কাছে বোঝা নয়, গলার মালা।

—বাজে বকো না। সবার কাছেই সমান। লোকে কথায় বলে 'বৌ পোষা মানে হাতী পোষা।'

—তা বলে বটে।

এমনি নানা হাস্যপরিহাস্যের মাঝ দিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ সেদিন তার দেখা হয়ে গেল অলকার সঙ্গে।

অলকাকে সে ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। নানা কৌতূহল তার মনের মাঝে উঁকি মারে।

*　　　*　　　*

কয়েকদিন পর।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অজিত ক্যালকাটা বারের পথ দিয়ে অর্থাৎ সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিল গাড়িতে করে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বারের দিকে। বারের সামনের আলোটা যেন তাকে আকর্ষণ করল সেদিকে। গাড়ি থেকে নামল অজিত। এগিয়ে চলল বারের দিকে।

ভেতরে পা দিল। গেটের দারোয়ানটা তাকে স্যালুট করল। একা সে কখনো এখানে আসেনি, আজ সে প্রথম একা পা দিল এখানে।

একটা টেবিলে বসে পড়ল সে। তখন সাতটা বাজে।

মেয়ের দল অর্থাৎ ক্লথিং গার্ল বা কল্ গার্লের দল তখনো আসেনি।

দু একটা মেয়ে শুধু অতিথিদের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে।

বয় এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

—স্যার।

—কি ?

—অর্ডার ?

—হ্যাঁ, এক আউন্স ব্রাণ্ডি নিয়ে এসো। ভালকথা, মেয়েরা আসেনি ?

—আভি আয়েগা।

—কটায় আসে তারা ?

—এই সাড়ে সাত বাজে, আট বাজে।

—ভালকথা। আচ্ছা, ঐ অলকা মেয়েটাকে তুমি চেন ?

—হ্যাঁ জী।

—ও কতদিন আসছে এখানে ?

—এই তিন চার মাহিনা হোগা হুজুর।

—ঠিক আছে।

বয় মদ দিয়ে গেল। তার সঙ্গে নানান ধরণের খাবার।

ধীরে ধীরে খেতে লাগল অজিত। তার মনে নানা চিন্তা উঁকি মারতে লাগল।

সে এ কি করছে ?

হঠাৎ এতদিন পরে আজ অলকার প্রেমে পড়ে গেল নাকি ?

প্রেম ?

না না, এ প্রেম নয়, এ শুধু হলো একটা কৌতূহল মাত্র।

সে জানতে চায়, অলকার মতো মেয়ে কি করে জীবনে হার

শীকার করে এখানে এসে আশ্রয় নিল। সেই অজানা ইতিহাসটা সে জানতে চায়।

মিনিট পনর কুড়ি কাটল।

হাসতে হাসতে তিন চারটি মেয়ে ঢুকল বারের মধ্যে।

তাকাল অজিত।

না এদের মধ্যে অলকা নেই।

এদের সে চেনে বেশ ভাল করেই। এরা হলো সব কল্ গার্ল।

কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ ফর্সা, কেউ বেশ শ্যামবর্ণা।

প্রত্যেকের মুখে প্রচণ্ড রকমের প্রসাধনের পারিপাট্য দেখা যায়।

প্রত্যেকের মুখেই রঙ মাখা। কিন্তু এদের মধ্যে যে নেই নারী?

না, কেউ অলকা নয়। অজিত চিন্তা করতে থাকে। তবে কি অলকা আজ আসবে না বারে?

হঠাৎ একটা মেয়ে এগিয়ে এসে তার টেবিলে বসে পড়ে।

অজিত প্রশ্ন করে—আপনি?

—আমার নাম নির্মলা।

—বসুন।

—এক প্লেট খাওয়াতে পারেন?

—বেশ ত।

অজিত অর্ডার দেয়। বয় একটা প্লেট এনে দেয় তাকে।

প্লেটটা খেয়ে মেয়েটা বলল, আমার বাড়িতে যাবেন?

—কোথায় থাক?

—চিৎপুর রোড।

—তুমি দেহজীবিনী ?

—তা বলতে পারেন।

—কিন্তু দেহজীবিনীদের উপরে ত আমার কোন লোভ নেই।

—সে কি কথা ?

—ঠিকই বলছি।

—তবে এসেছেন কি জন্যে ?

—একটি মেয়ের খোঁজে।

—খোঁজে ?

—হ্যাঁ।

—কি নাম তার ?

—অলকা।

—অলকা ? ও আপনি অলকার প্রেমে পড়েছেন নাকি ?

—প্রেম নয়।

—তবে ?

—ও আমার পূর্ব পরিচিত।

—পরিচিত ?

—হ্যাঁ।

—বান্ধবী ?

বলে নির্মলা খিল খিল করে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

—বিশ্বাস করুণ—

—করলাম।

—কি বিশ্বাস করলেন?

—অলকা বান্ধবী। আরে, আমিও ত চাই ঐ বান্ধবী হতে। আমাকে বান্ধবী করুন না।

—তাতে লাভ?

—লাভ বন্ধুর নিকট।

—তাই নাকি?

সত্যি।

—বেশ, তবে পাঁচটা টাকা দিচ্ছি, উঠে পড়ুন।

—উঠব?

—হ্যাঁ, আমি অলকার খবর জানতে চাই, আর কিছু চাই না।

—অলকা আসবে বসুন।

বলে মেয়েটি পেগ খেয়ে উঠে পড়ে।

অজিত বল্লে, টাকা নেবে না?

—না।

—কেন?

—আমি টাকা নিতে অভ্যস্ত নই।

মেয়েটা উঠে চলে যায়।

॥ তিন ॥

আরো দশ মিনিট কাটল।

অজিত তাকিয়ে দেখল অলকা ধীর পায়ে বারের মধ্যে প্রবেশ করছে।

পরণে দামী শাড়ি। তার উপরে একটা গরম ওভারকোট চাপানো।

এখন অঘ্রাণ মাস, তবে ওভারকোট গায়ে দেবার মতো ঠাণ্ডা নেই।

অজিত উঠে গেল তার পাশে।

ডাকল—অলকা—

—কে?

—আমি।

—ও আপনি? বসুন টেবিলে। আমি আসছি। অলকা গেল বাথরুমে। মিনিট দুই পরে এসে বসল টেবিলে।

—অলকা।

—বলুন।

—আমি তোমার সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলতে চাই অলকা।

—কি কথা?

—অনেক—

—আমি বলব কি আপনি জানতে চান?

—বল।

—আপনি জানতে চান আমার ইতিকথা।

—ইতিকথা?

—হ্যাঁ।

—না, ঠিক তা নয়।

—প্রায় তাই। মানে আপনার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। তাই না?

—হ্যাঁ।

—বেশ ত। এক পেগ বলুন। খেয়ে উঠে পড়ি আমরা।

—কোথায় যাবেন?

—আমার বাড়িতে।

—তোমার বাড়িতে?

—হ্যাঁ, চমকে ওঠার কিছু নেই। আমার বাড়ি মানে ভাড়াটে একটা ঘর। সেখানে আমি আর এক বুড়ো ঝি ছাড়া কেউ থাকে না।

—তা মন্দ নয়।

—মন্দ নয় কি বলছেন ? বলুন খুব ভাল। কারণ একটি বাড়ীর মাঝে নিরিবিলিতে বসে কথা বলার সুযোগ পেলে ত আপনার মত যুবক পুরুষের খুশী হবার কথা। তা ছাড়া আপনি অবিবাহিত যুবক।

অজিত হেসে উঠল।

হাসলেন যে।

—হাসবার মত কথা বললে হাসব না ?

—হাসার মত ?

নিশ্চয়ই। একটু আগে ঐ গোলাপী শাড়ী পরা মেয়েটা যেচে এসেছিল আমার সঙ্গে আলাপ করতে। ও কি বললে জান ?

—কি বললে ?

বললে যে এখানে মেয়েরা নাকি আসে শুধু প্রেম করতে।

—প্রেম করতে ?

হ্যাঁ। তাই বললে।

—নির্মলা এইসব কথা বলছিল ?

—ঠিক তাই।

—বলবেই। কারণ এখানে যারা আসে তারা যে কথামৃত পাঠ করতে আসে না, তা ত ঠিক।

—তা বটে।

—তাই একথা যদি বলেই থাকে ত অন্যায় কিছু সে বলেনি।

—কিন্তু একটা কথা জানোত ?

—কি ?

এখানে ছেলে অনেক আসে, মেয়েও প্রচুর আসে। তবে তাদের মধ্যে আর যাই হোক না কেন, এমন হতে পারে না নিশ্চয়ই।

এ কথা কেন বলছেন?

—কারণ টাকার অংকে প্রেম কেনা যায় না। কিন্তু এখানে ত নারীত্ব বিক্রি হয় টাকার বিনিময়ে।

—তা ঠিক। কিন্তু এর বিপরীত দিকও ত চিন্তা করতে পারেন।

—কি রকম?

টাকা দিয়ে প্রেম কিনতে আসে হয়ত একদিন একটা মানুষ। কিন্তু তার সঙ্গে কি ধীরে ধীরে প্রেম জন্মাতে পারে না?

—পারে। কিন্তু—

—কিভাবে তা জানেন? যদি সেই পুরুষের মধ্যে কিছুটা হৃদয় তাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখলাম না তেমন হৃদয়।

—দোষটা হৃদয়ের নয়।

—কেন?

—জানত, না পাওয়াকে পাবার জন্যেই মানুষের দুর্দম লোভ। কিন্তু যাকে সহজে পাওয়া যায়, তাকে একদিন ভাল লাগতে পারে, কিন্তু চিরদিন ভাল লাগে না।

একবার পেলেই তার ভাল লাগে না—এই কথা বললেন ও?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়—

—তবে ?

—বহুকামীতা পুরুষের জন্মগত অভ্যাস।

—বহুকামীতা ?

—হ্যাঁ। ঘর বাঁধতে চাইলেই সে চায় না। নারীই পুরুষকে দিয়ে ঘর বাঁধায়। তাকে ঘরের মায়ায় বেঁধে রাখে।

—তা কিছুটা সত্যি—তবে অতটা নয়।

—তার মানে ?

—মানে পুরুষ যাকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার জন্যই বিয়ে করে। আর যার সঙ্গে শুধু প্রেম করে সে দেহের তাগিদে, কিন্তু যদি তাকে পেতে কোনও বাধা না থাকে, তবে কেন তার সঙ্গে সে আজীবন বাঁধা পড়তে চাইবে ?

—তা ঠিক।

—থাক এ সব কথা। এখানে সব কথা হতে পারে না। চল তোমার ঘরে গিয়ে কথা শুনব। কিন্তু তার আগে একটা কথা—

—বল।

—তোমার একটা রাত মানে একটা রাতের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ত ?

—তাতে কি ?

—তা নয়—কথা হলো, তোমার এই ক্ষতিপূরণ আমি করতে চাই।

—তোমার—মানে আপনার অনেক টাকা তাই না ?

—একি ? 'তুমি' বলতে বলতে আবার 'আপনি' কেন ?

—তবে কি বলব?

—যেটা মানসিক উত্তেজনার ফলেই বের হয়ে এসেছে, সেটাইত ভাল।

—তা না হয় হলো—কিন্তু আমার কথাটা চেপে যাচ্ছ কেন?

—কি বলব? টাকা কখনো কি কারো বেশি হয় নাকি?

—হয় না?

—না। কেন, সংস্কৃত একটা শ্লোক আছে জান না? শতপতি চায় সহস্রপতি হতে। সহস্রপতি চায় লক্ষপতি হতে। লক্ষপতি চায় কোটিপতি হতে। আর কোটিপতি চায় রাজা হতে।

—শুনেছি।

—তবে? নিজের টাকা কারও বেশি বলে মনে হয় না। পরের টাকা সবাই বেশি দেখে।

হেসে উঠল অলকা।

তারপর বললে—কই যাবে না? গল্পে গল্পে যে রাত দশটা বাজালে।

—না না, চল উঠি।

অজিত আর অলকা উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসল।

*　　　　*　　　　*

রাস্তা পার হয়ে গাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলল উত্তর দিকে দ্রুত বেগে।

ট্যাক্সির মধ্যে বসে অলকা বললে—গাড়িতে বসতে আমার খুব

ভাল লাগে। কিন্তু ভাগ্যদোষে ট্যাক্সি ছাড়া আর গাড়ি চড়া হলো না।

—কেন, ট্যাক্সি কি খারাপ?

—তা বলছি না।

—তবে?

—এতে ত মাত্র সাময়িক চড়া যায় দু-চার ঘণ্টা ত নয়।

—তা বটে। আচ্ছা, তোমার যখন এত সখ তখন একদিন তোমাকে দীর্ঘ সময় ট্যাক্সিতে চড়াব আমি। কেমন?

—ঠিক আছে।

একটু পরে বিডন স্ট্রীট আর সেণ্ট্রাল এভিনিউ কাটিং এ এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল এরা।

অলকা বললে—শোন একটা কাজ কর।

—কি?

—এপাশের পাঞ্জাবী হোটেল থেকে কিছু মাংস আর এক পাঁইট ব্রাণ্ডি কিনে নাও।

—হোটেলে ব্র্যাণ্ডি।

—হ্যাঁ গো। পাওয়া যায়—তবে তা ব্ল্যাকে। দাম একটু বেশি নেবে।

—এত রাতে আবার মদ?

—আমি খাব।

—কেন?

—মদ না খেলে ত মুখ খুলবে না ঠিকমত। তাই এটা চাই।

—বেশ।

অজিত গিয়ে মদ আর মাংস কিনে আনল। তারপর তারা একটু এগিয়ে বাঁ দিকে ঢুকল সোজা গৌরীশংকর লেনে।

গলি দিয়ে এগোতেই অজিতের সাজানো যেন অজানা এক পৃথক জগতে প্রবেশ করল। এ জগতের সন্ধান জানতাম না।

একটা বাড়ি থেকে গান বাজনা আর নর্তকীর নূপুর ঝিনুকের শব্দ ভেসে আসছে।

দুজন গুণ্ডা শ্রেণীর লোক একটা বাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন সব কথা আলোচনা করছে। তাদের বেশভূষা মলিন। চোখে জ্বলছে সন্ধানী দৃষ্টি।

ওদিক থেকে বেলফুলের মালা হাঁকছে একজন অবাঙালী মালাকার।

গলির মুখেই একটা পান সিগারেটের ছোট দোকান।

সেখানে দিশিমদ বেশি দামে বিক্রি হয়।

লোকটা ব্ল্যাকে মদ বিক্রি করেই কোলকাতা শহরে একটা বাড়ির মালিক।

তারপরেই একটা মাংস আর রুটির দোকান। তার ছিল আলোর পথটা যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে কতটা বাড়ি পেরিয়েই একটা বিরাট চারতলা বাড়ি।

তার একতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়ে অলকা থাকে।

তালা খুলে দরজা খুলল অলকা। ডাকদিল মিষ্টি গলায়—এসো।

ভেতরে ঢুকল অজিত।

আনার মধ্যে যেমন কি একটা দ্বিধা তার—অনেক কষ্টে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল সে।

অলকা বললে—তোমার মনে লজ্জা আসছে—তাই না?

—হ্যাঁ—কিছুটা।

—কেন জান

—জানি। এদিকে কখনো আসিনি বলে।

—না তা নয়।

—তবে?

—এমন জায়গায় কখনো আমার আর, তা কল্পনা করতে পারনি বলে।

—তবে ঠিক।

যা হোক তোমাকে একটা নতুন জগৎ আমি দেখালাম একথা ত ঠিক?

তা বটে।

যাক থামো। আমি দামী কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু স্বাভাবিক হয়ে বসি।

ঠিক আছে।

কাপড় চোপড় ছেড়ে অলকা একটু স্বাভাবিক হয়ে বসল।

তারপর গ্লাস বেরকরে মদ আর সোডা ঢালল অলকা।

সোডা তার ঘরে দু চারটে সব সময় থাকে।

মদের গ্লাস চুমুক দিয়ে অলকা বললে একটা কথা কি জান?

॥ চার ॥

অলকা এমন নিবিড় আত্মীয়ের ভঙ্গিতে অজিতের গা ঘেঁসে বসে যে অজিত তাতে বাধা দিতে পারে না।

তবে তার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

তা দেখে অলকা বলে, কি হলো? নববধূর মত লাল হয়ে উঠলে যে?

না, ঠিক তা নয়।

এতই যদি নারীজাতাকে ভয়, তা হলে একটি বিপথগামী নারীর সঙ্গে কথা বলতে আসা তোমার উচিত হয় নি।

একথা বলছ কেন?

বলছি এই জন্যে যে, নারীকে ভালবাসতে না পার, ঘৃণা করো না।

ঠিক তা নয়।

তোমাকে একটা কথা বলব?

বল।

নারীকে তোমরা হয় দেবী বানিয়ে মাথায় তুলতে চাও, না হয় যৌন জীবনের সঙ্গিনী ভেবে ঘৃণার পর্যায়ে ফেলতে চাও। কিন্তু তোমাদের কখনো দেখলাম না যে নারীকে সাধারণ মানবী বলে মনে কর।

কথাটা বেশ বললে ত!

আমি সত্যি কথা বলতে একটু বেশি ভালবাসি। কেন জান? আমি ত একেবারে মূর্খ নই। পেটে বিদ্যা নামে কালির আঁচড় ত এক আধটু আছে। তাই

যাকগে, একথা বাদ দাও। এখন বল—

আমার জীবন কাহিনী শুনতে গেলে এসব কথাগুলোকেও শুনতে হবে। কেন জান? এ সবও ত আমার জীবনের উপলব্ধি।

তা বটে। বেশ শুনব বল—

আমার জীবনের প্রথম কাহিনী ত তুমি বেশ ভাল করেই জান। কোন্নগরের বামুন পাড়া থেকে একটি কায়েত ছেলের হাত ধরে পালিয়ে গেলাম। এটুকু ত জান?

জানি।

তার নাম রবীন। রবীন অবশ্য আশা দিয়েছিল আমাকে অনেক। নিজে চাকরী নেবে। আমাকেও ছোটখাট একটা কাজ জোগাড় করে দেবে।

এটাও জানি।

কিন্তু মাত্র সাতশো টাকা বাবার বাক্স থেকে চুরি করে সে আমাকে যেদিন কোলকাতায় এনে একটা বাড়িতে তুলল, সেদিন ভাবতেও পারিনি। ভবিষ্যতে এত সব পঙ্কি আমার জীবনে অঙ্কিত হবে।

একটু থেমে অলকা সুরু করল—যে বস্তিতে এসে উঠলাম, তাতে সাত আট ঘর ভাড়াটে।

কালিঘাট অঞ্চলের বস্তি। পাশে আরও দুটো বস্তি।

ওখানে পকেটমার, গুণ্ডা, ফিরিওলা, মুটে থেকে সব শ্রেণীর লোকের বাস। দু-চার ঘর হাফ্ গেরস্তও বাস করত সেখানে।

হাফ গেরস্ত কি ?

তাও জান না ? যে সব নারী একটি পুরুষের সঙ্গে বাস করে। কিন্তু দু একটি অতিরিক্ত বাঁধা বাবুও রাখে তাহারা গেরস্ত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, তাদের বলা হয় হাফ্ গেরস্ত।

এইখানে মাস ছয়েক কাটল। রবীনের টাকা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে গেল। কাজ সে পেল না কিছু। উপার্জনের কোন উপায়ও হলো না। কিন্তু যেমন করেই হোক টাকা উপার্জন করতেই হবে—তা না হলে ভাড়া বন্ধ হবে—খাওয়া বন্ধ হবে।

আর একটা কথা।

রবীন বলেছিল, কোলকাতায় প্রথমেই সে আমাকে রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করবে, কিন্তু তাও সে করল না।

কিন্তু তাই বলে সে চুপ করে বসে ছিল না। তার কাজ সে ভালভাবেই করে চলেছিল। নিয়মিত আমার (দেহসুধা) ভোগ করতে তার কোনও আপত্তি ছিল না। বরং একটি দিন তা না পেলে সে আমার নামে নানা মিথ্যা সন্দেহ পোষণ করে আমাকে গালাগালি করত।

এর ফলও ফলল।

আমাদের কপর্দকহীন অবস্থা, তখন আমি অনুভব করলাম যে আমি তিন মাস গর্ভবতী হয়ে পড়েছি।

আমার পেটের ভিতর রবীনের সন্তান ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে চলেছে।

একদিন আমি তাকে বললাম সব।

রবীন শুনে বললে—বল কি?

—সত্য।

—তাহলে উপায়?

—বাচ্চা হবে। তাতে কি?

—না না, এতে বাচ্চা হলে খাওয়াব কি? তার চেয়ে কোনও ডাক্তার দেখাও।

—কেন?

—গর্ভপাত করতে হবে।

—না, তা হবে না। আমি পরে একটা কাজ করে দেবই।

—কিছু আশা নেই।

—তবে ?

তবের কোনও উত্তর রবীন দিল না। যথারীতি কাজের সন্ধানে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলো সঙ্গে একজন নোবাব জাহঙ্গির।

বললে—তবে বোস ?

আমি বললুম—না।

—ইনি কিন্তু কোম্পানীতে ভাল চাকরী করেন।

এঁকে খুশী করতে পারলে কিন্তু কোম্পানীতে ভাল কাজ পাবে।

—সত্যি ?

—সত্যি কথা।

ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম লালুবাবু। এই ব্যক্তির দু' তিনতে মেয়েকে আগে ফিল্মে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তারা এখন সব বিরাট ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করছে।

যাই হোক রবীন আর লালুবাবু ঘরে এসে বসল। তারপর লালুবাবু বললে—এবারে একটা বোতল আনান রবীববাবু। বলে তিনি পাঁচটা টাকা দিলেন।

আমি বললুম – মদ ?

রবীন বললে হ্যাঁ। তুমি ত খাওনা। উনি খান, আমিও একটু খাব।

রবীন যে মাঝে মাঝে একটু মদ খেতো তা আমি আগেও বুঝেছিলাম। কিন্তু তা আমার ঘরে বসে ?

একটা বিরক্ত হলো।

কিন্তু নতুন আশায় বাধা দিতেও পারলুম না আমি। একটু পরে বোতল এলো। রবীন সামান্য খেলো। আর লালুবাবু খেলে তার বারো আনা।

তারপর বললে—রবীনবাবু, আপনি আধঘণ্টা ঘুরে আসুন।

হাঁা বলে বিনা দ্বিধায় রবীন আমার ঘরে সেই পানোন্ম পশুকে রেখে চলে গেল বেরিয়ে।

আমি কিছুই বলতে পারলুম না। বুঝতে পারলুম, এক কথা তারা আগেই সেরে এসেছে।

লালুবাবু দরজা বন্ধ করে বললে—এস সখী, একটু দিলে খুশীকরি।

আমি ভাবছিলাম এর চেয়ে আমার মৃত্যুও বোধ হয় ভা ছিল।

কিন্তু কি করব।

এখন চীৎকার করলে লোক জানাজানি হবে। কাল এই বস্তি বাসস্থানটিও ত্যাগ করতে হবে।

আমি তার সহিত কোনও কথা না বলে তার সঙ্গি হলাম।

লালু যখন আমার দেহকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে লাগল তখন আমি চোখ বুজে রইলুম। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল যে রবীনই আমার দেহ বুঝি উপভোগ করেছে।

কিন্তু তাও ভাবতে পারলুম না।

কারণ আমাকে কিছুটা ভালবাসত বলে, রবীন সব কিছু করত খুব শান্তভাবে।

কিন্তু ঐ ভাবে উন্মত্ত পশুটা যে আমার দেহটা ঘিরে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে লাগল।

দেহের যে স্থান যখন সে চেপে ধরে, মনে হয় সেই স্থানের সব অংশ বুঝি ছিঁড়ে যাবে।

প্রায় আধঘন্টা ধরে চলল এইভাবে আমার দেহের উপরে অশেষ নির্যাতন।

অবশেষে আমি আর সহ্য করতে না পেরে যন্ত্রণায় কেঁদে ফেললাম।

এখন লালুর পূর্ণ আসাত্মভূতি ঘটে গেছে।

লালু আমাকে ছেড়ে দেয়। তার পর দশটাকার দুখানা নোট আমার হাতে দিয়ে দেয়।

লাগবে না।

—তুমি রোজ আসবে নাকি?

মাঝে মাঝে—

—সিনেমায় চান্স?

—পারে। কিন্তু এত নরম হলে চলবে না। সিনেমার ডিরেক্টর ভদ্রলোককেও ত একটু সুযোগ দিতে হবে।

—বেশ দেব।

—দেবে?

—হ্যাঁ। যখন সতীত্বই থাকল না তখন আর সম্মান।

—এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা।

—তাই নাকি ?

—সত্যি।

—তাহলে বলি ?

—রবীন আসুক।

এ একটা ভবঘুরে বেকার ছোকরা—একে রেখেছ কেন ?

—আমি রাখব কেন ? ওই ত আমাকে এনে এখানে রেখেছে।

ঐ এক কথাই। তোমার ডাকের দাম আছে। তার এর দাম ত কাণাকড়িও নয়।

—তাই নাকি ?

—সত্যি কথাই বলে এই লালু।

বলে নিতে নিতে লালু বেরিয়ে গেল। বলে গেল পরশু আসব দুপুর বেলা।

—এসো।

ও চলে গেল।

*　　　*　　　*

একটু পরে রবীন ফিরে এলো

বললে -রাগ করেছ অলকা ?

—না। .

—এ ছাড়া গতি ছিল না।

—তা জানি। কিন্তু আমার ত মন বলে একটা জিনিস আছে। না, আমি একটা পশু?

একটু কষ্ট হলো—কিন্তু সিনেমার সুযোগ ঠিক করে দেবে।

রবীন টাকা নিয়ে দিল। একটু পরে খাবার এনে দিল আমাকে।

খাবার পরে রবীনও যথারীতি নির্য্যাতন করতে কুণ্ঠিত হলো না।

আজ প্রথম রবীনের সঙ্গে এই তিনবার আমার অত্যাচার বলে মনে হলো। কিন্তু তা ছাড়া আমার উপায়ই বা কি ছিল?

দু' দিন পরে দুপুরে বেলা প্রায় একটা নাগাদ আবার এলো লালু।

আজ সে মদ খেয়েই এসেছিল। তাই রবীন বের হয়েছিল কাজের ধান্দায়।

আজ আর সে দেরী করল না। অল্প সময়ের মধ্যে সে তার কাজ সুরু করে দিল। যেন আমার দেহের উপরে তার অবাধ অধিকার— আমার কোনও আপত্তি চলবে না।

আজ সে দিল মাত্র দশ টাকা।

আমি বললাম—এত কম?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আজ টাকা বেশি নেই। পরে দেব। শোন, তোমার কাজের ব্যবস্থা করেছি।

—বেশ ত—

—কাল দুপুরে ঐ পরিচালক ভদ্রলোক আসবেন আমার সঙ্গে।

—আচ্ছা।

তোমার কথা সব তাঁকে বলেছি। তিনি বলেছেন এইখানেই চান্স পাবে।

—ভাল।

—রবীন কোথায়?

সে বেরিয়েছে—এখনো ফেরেনি।

একটা অপদার্থ। তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে অলকা—কিন্তু সবার আগে ঐ অপদার্থ টাকে তাড়াও এখান থেকে।

ভেবে দেখব।

আচ্ছ একটা কথা বলব?

কি?

তোমার পেটটা যেন বেশ ফোলা মনে হলো!

হ্যাঁ।

কি হয়েছে ?

আমার তিন মাস চলছে—এবারে চার মাসে পড়বে।

কার ছেলে ?

রবীনের।

ছি ছি—কি করেছ তুমি ? আগাবতের ছেলেকে পেটে রেখেছ।

কি করব—এসে গেছে—

না না। তাহলে ফিল্মে অসুবিধে হবে। অপারেশন করিয়ে নাও।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

তবে একটা কথা শোনো—

কি ?

ডিরেকটারকে যেন বলো না যে তুমি গর্ভবতী—

না না, তা বলব না।

ঠিক আছে চলি।

লালু আমাকে একটু আদর করে বেরিয়ে চলে গেল।

আমি বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম শুধু।

ভাবতে লাগলাম, এর পরে আমার কি গতি হবে শেষ পর্য্যন্ত।

অনেক ভেবে ভেবে কোনও কুল কিনারা পেলাম না আমি শেষ পর্যন্ত।

অবশেষে রবীন ফিরল সন্ধ্যাবেলায়।

এসেই বললে—লালু এসেছিল ?

হ্যাঁ।

টাকা দিয়েছে ?

দিয়েছে।

দাও।

মাত্র দশটাকা।

দশ টাকা নিলি কেন ?

বললে পরে নাকি দিয়ে যাবে।

চিটিংবাজ লোক।

কেন ?

সিনেমার কথা বলছে না কিছুই—

বলেছে।

কি বলেছে ?

বলেছে পরশু দুপুরে ডিরেকটারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

ধাপ্পা নয়ত ?

মনে হয় না ত।

ঠিক আছে - দেখা যাক পরশু দিন কি করে।

তুমি থাকবে ত ?

পাগল! তুমি সব ম্যানেজ করবে। তারপর দেখা যাক-একটা চান্স পেলে তখন অনেক চান্স পেয়ে যাবে।

তার মানে ?

সিনেমা লাইনের নিয়ম এই।

এইসব জেনে শুনেও কি তুমি আমাকে নিয়ে এসেছিল কোলকাতায়

আমি রেগে গেলাম।

তার মানে?

মানে, তুমি এসব জানতে?

না না, এত কথা আগে জানতাম না।

কিন্তু এসব আমি পারব না।

কি পারবে না?

অর্থভাবে একের পর এক লোককে হাত করতে।

বেশিদিন নয়—একবার ডিরেকটারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে—

আমি আর কিছু বললুম না।

কিন্তু রবীনের ওপরে লালুর আর আমার উপরে একটা তীব্র বিরক্তি ক্রমে জমতে লাগল মনের মধ্যে।

॥ পাঁচ ॥

কিছুক্ষণ থামল অলকা।

অজিত তাকিয়ে দেখল, কথাগুলো বলতে বলতে তার মুখখানা যেন উত্তেজনায় থম্‌থম্‌ করছে।

অজিত বললে কি হলো?

সত্যি, এসব কথা বলতে ভাল লাগছে না আমার। মনটা যেন ভয়ানক খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কেন?

সব যেন মনে হচ্ছে, এই সেদিনের কথা। ভাবতেও মনটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

তা বটে।

অজিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটু থেমে অলকা বললে—সেদিন দেখি লালু ঠিকই সময়ে এলো।

তার সঙ্গে স্যুট পরা এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের রং কাল—মুখে বোকা বোকা হাসি লেগে আছে।

লালু পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি ইচ্ছেন পরিচালক সুনীল নাগ—আর ইনি হচ্ছেন উদীয়মানা অভিনেত্রী অলকা দেবী।

দুজনেই মদ খেয়ে এসেছিল।

সুনীল ভান করে আমার মুখের দিকে তাকাল। যেন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কষ্টিপাথরে আমাকে যাচাই করতে লাগল।

তারপর বললে—মন্দ নয়—নট্ ব্যাড্।

চলবে ত?

হ্যাঁ, প্রথমে বড় রোল পাবে না। প্রথমে মাঝারী রোল—পরে বড় রোলও পেতে পারে।

তা মন্দ নয়।

চেহারা সুইট্।

আমারও তাই মনে হয়েছিল।

যাক হবে ত এখন?

হবে। আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি স্যার। আপনি বসুন।

বলেই সে সোজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডিরেকটার সুনীল বললে—সখি, তোমার সঙ্গে আজ প্রথম পরিচয়। আশা করি খুশী হয়েছ?

হ্যাঁ।

আমি বেশিক্ষণ বসব না। এসো একটু ফুর্তি করে নিই। কেমন?

হ্যাঁ! এসো।

আমি বাধা। দিলেম না

এত কাছে সে যে আমাকে পাবে, তা কেউ কি সে আশা করেছি।

সে এগিয়ে এলো।

তবে চিত্ত আলিঙ্গন করা দিতে বললাম, আগে আমাকে টাকা দাও।

টাকা?

হ্যাঁ।

কতটাকা?

পঞ্চাশ।

এত বেশি।

তার কমে হবে না, আজকাল—

আচ্ছা, আচ্ছা!

টাকা চেয়ে কাজ? তুমি যে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিলে।

বললে হলো ত?

হ্যাঁ!

এবারে এসো।

কিন্তু পরিচালক সুনীলবাবু মানুষ মত অতটা অত্যাচার করে না।

লোকটার ব্যবসায়ী ভদ্র, আমিত।

তার আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে তাকে তুলে ধরতে আমার খুব বেশি অসুবিধে হবে না।

হঠাৎ তার নজর পড়ল আমার পেটের দিকে।

সুনীল বললে, তোমার পেট এত উঁচু কেন?

আমি কিছুই বললাম না, বললাম আমি যে অন্তঃসত্বা।

ক'মাস?

তিন মাস পেরিয়ে মোটে চারে পা দিয়েছে।

কে করলে এ-কাজ?

আমার স্বামী।

তুমি বিবাহিতা?

না।

তবে?

একজন আমার সঙ্গে স্বামীর মত থাকে।

তার নাম কি?

নবীন।

আপনি তাকে চেন।

চেনো।

কেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু একটা কথা।

বল।

তুমি অপারেশন না করালে ত সিনেমায় পাস পাবে না।

কেন?

এটাই নিয়ম কারণ স্যুটিং পাঁচ সাত বারো মাস চলবে।

তোমার ভাবটা তবে কি একবার বুঝে দেখ। অতএব পেট স্লিপ।

বুঝেছি।

তাহলে ব্যবস্থা ক'রো কেমন?

আচ্ছা—

আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাকে গর্ভবতী দেখে? সুনীল আমার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েও দ্বিধা করল।

অবশেষে বললে আচ্ছা তাহলে আজ চলি?

তুমি একদিন সুবিধে মত এসো।

আসব।

আর এদিকের ব্যবস্থা করে ফেলো।

আচ্ছা।

একটু পরে লালু এলো!

সুনীল বললে লালু, তবে একজন পেয়ারের বাবু আছে।

হ্যাঁ,

সে কি করে?

বেকার!

কিন্তু, তবে দেখলাম প্রেগনেন্ট?

হ্যা হুজুর।

কিন্তু ব্যবস্থা না করলে ত এতে সুযোগ পাবে না।

আমি বিরক্ত হলাম।

বললাম সে যা হোক করা যাবে

ঠিক আছে। তাহলে চলি।

সুনীল লালুর সঙ্গে বিদায় নিল। তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে লালু ফিরে এলো। তার পাওনা ভোগটুকু আদায় করে দিতে সে কসুর করল না।

*   *   *

সন্ধ্যার পর যথারীতি সুনীল ফিরে এল।

আমাকে বলল কি করব। ডিরেকটার এসেছিল লালু?

হ্যাঁ।

কি বললে।

বললে সুযোগ হবে না।

কেন।

আমি পেগনেন্ট তাই।

তাত বলবে। তখন বলেছিলাম ওটাকে পেটে পুরে রেখ না।

তাত বলবেই তখন।

কে? আমরা কি বলি

বসে বসে নিজের ব্যয়ের রোজগার আছে। তাই ও সব কথা ত বলবেই।

কি বললে ?

ঠিকই বলেছি। ডিরেক্টার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, এবার যেও। আমার ওপরে যে সব অত্যাচার করে গেছে শুনতে ভাল লাগছে তাই না ?

তুমি মিথ্যা রাগ করেছ অলকা। সিনেমা লাইনের নিয়ম এই। প্রথম প্রথম একটু এমন করতে হবে।

বুঝেছি।

কি বুঝেছ ?

বুঝলাম, আমার নারীত্ব ত বজায় রাখতে পারলাম না। আমার এত আশায় ব্যার্থ হয়ে যাবে ?

তুমি রাজী হবে না গর্ভপাত করতে ?

না। রাজী হওয়ার উপায় কি ?

উপায় আছে।

কি বল ?

যদি লালুর মত দু'একজন লোক মাঝে মাঝে আসে, তাহলে মোটামুটি কিছু উপার্জন হবে। যতদিন ছেলে না হয় ছেলে হয়ে গেলে তখন সিনেমায় নামবে।

তা হবে না।

কেন ?

ছেলে হলেই সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে তার সহজে সিনেমায় চান্স পাবে না।

তা বটে।

তাই এটাও ত আপনাকে বিদায় করা ভাল।

ডিরেক্‌টিং তাই বলনি ?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের নাম কি ?

সুনীলবাবু।

লোক ভাল ?

মন্দ নয়। তোমার কথা ও সব শুনল। শুনে কি বললে জান ?

কি ?

বললে যে, ভালোবাসাটা তোমার টাকার জোরে তাকে জড়িয়ে দাও।

কি বললে ?

রাগ করো না। আমার কথা নয়। তাহলে ঐ লালুর কথা ডিরেক্টরের কথা।

সত্যি বলছ ?

মিথ্যা বলে তোমাকে লাভ ?

তা বটে। কাল লালু আসুক। তাকে আমি বলছি এইকথা।

রাগারাগি করে লাভ নেই।

কেন ?

তাতে বদ্ধ উপার্জন হবে। বস্তির লোক জানাজানি হয়ে কুৎসা রটবে।

তা বটে।

তাই তাকে ঐ সব আশা করিস। উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।

তাই করবো?

কি করবে?

কাল থেকে চেষ্টা করে বাগান দেখো। ব্যর্থ এই সব চিন্তা। শেষে বাড়িতে খাবার তৈরী করে তার ঐ পাড়াটি তৈরী গেটে টিকিট বিক্রি করব

তা মন্দ নয়।

তাতে দুপয়সা লাভ হবে উপায় করাও হবে সংসার চলবে।

ভদ্রলোক যা করবে তাই ভাল।

তা বটে।

আর তোমার বৌকে লোকে ভোগ করে যায় তোমার বিরুদ্ধে যা তা বলে, তোমার বিবেকে তা লাগে না।

লাগে, কিন্তু কি করব।

এই কাজ গুলিই যদি আগে করতে তাহলে আজ এমন হতো না।

তা বটে।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবীন।

॥ ছয় ॥

মাসখানেক পরে।

এর মধ্যে রবীন কোন কাজের সংস্থান করতে পারল না। বাদাম ইত্যাদি বিক্রি করে যে দু চার টাকা সে পেত তা যদি খেয়েই শেষ করে ত।

তবে একটা কাজ সে করেছিল।

আট দশজন বাবুকে সে যথারীতি যোগাড় করে ফেলেছিল। যাক্ গেরস্ত সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পেয়ে তারা সকলেই পতিতা-গমন বন্ধ করে আমার দেহ যৌবনকে বিপরীত ভোগ করতে লাগল।

আপনার ও দেহের উপরে অত্যাচার হতে হতে তখন তাকে এত বন্যকারক মনে হতো না।

এতে রিতীমতো তাজ্জব হয়ে গেলাম আমি।

কিন্তু ঐ রাত্রিতে ঘটে গেল কথাটা।

বস্তির কতকগুলো মাতাল যুবক গুলি আমার পেছনে লেগে গেল।

তারা বিনা পয়সার আমাকে উপভোগ করতে চায়। এই নিয়ে রবীন ও লালুর সঙ্গে একদিন তাদের খুব একচোট মারামারি হয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে ঐ বাড়ি ছেড়ে গেলাম অন্যত্র।

কিন্তু ইতিমধ্যে এত অত্যাচারের ফলে যা হয় তাই হলো।

আমি যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলাম আমার কোনও চিকিৎসককে দিয়ে গর্ভপাত করাতে হবে না।

তা আপনা থেকেই হয়ে গেল।

আমার জীবন সংশয়।

বাবা হয়ে রবীন আমাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করে দিল।

সেখানে দুমাস চিকিৎসা চলল।

চিকিৎসার পর আমি যেন ভাল হয়ে উঠলাম। তাতে রূপ আমার ও ম্লান হয়ে গেছে।

উপরে উপরে মুগ্ধ হলাম আমি। হাসপাতালে থাকা কালে একটা নাম আমাকে খুব ভাল লাগত। তার কাছে আমি কান্নাকাটি করলাম। তিনি আমাকে একটা কাজ যোগাড় করে দিলেন।

আমি হাসপাতালে নার্সের ট্রেণিং নিতে সুরু করে দিলাম

ট্রেণিং মন্দ লাগত না।

তবে ইতিমধ্যে তার একটা ঝামেলা সুরু হয়ে গেল। তারপরে।

নিয়মিত রবীন দেখা করতে আসত আমার সঙ্গে সেখানে।

আমি থাকতাম নার্সদের কোয়ার্টারে। সেখানে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ।

রবীন একদিন বললে এখানে কত মাইনে পাচ্ছ?

একশো।

আমাকে কত দেবে?

এক পয়সাও না।

কেন?

তুমি পুরুষ হয়ে যদি নিজের পেট চালাতে না পার ত মুটেগিরি করগে যাও।

কি এতবড় কথা?

বলব না? তুমি আমাকে নিয়ে এসে বিয়ে করবে বলে তা ত করবেই ত। আমার সর্বনাশ করতেও তুমি কসুর করনি।

ও! চাকরী পেয়ে খুব যে মুখ ফুটেছে।

মুখ ফোটা নয় এক হলো আমার একটি মাত্র কথা।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু একদিন এমন দিন যে আমিই তোমাকে খাইয়েছি; পরিয়েছি।

হ্যাঁ, করেছ! বড় বড় কথা।

আমাকে তুমি তাড়িয়ে দেবে অলকা?

রবীন কেঁদে ফেলল।

আমার মন গলে গেল। বললাম তুমি কি চাও বল ত।

তুমি ফিরে চল।

কোথায়? বাড়িতে?

হ্যাঁ, এবার থেকে আমি ভাল হবো।

তোমার কোন কথায় আমি বিশ্বাস করি না জেনে রেখো।

বিশ্বাস করো না?

না।

কিন্তু একদিন আমার হাত ধরেই বের হয়ে এসেছিলে।

সে দিন আর ফিরে আসবে না?

কেন?

কারণ, তুমি এখন অমানুষ হয়েছ। তা ছাড়া ত চাকরী আমি ছাড়ব না।

যদি আমি কেশ করি?

কেশ!

হ্যাঁ, তুমি আমার স্ত্রী।

প্রমাণ?

প্রমান হাঁ? সাক্ষী দিতে পারি।

তুমি ব্যাভিচার করেছ। করিয়েছ—বিয়ে করলি কারণ তেমন মনের মাঝে তোমার কোনও দিন নেই হয়নি হবেও না।

বেশ, তুমি থাক।

আমি সেদিনই তোমার সঙ্গে যাব, যেদিন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

আচ্ছা, দেখা যাক।

রবীন চলে গেল। দিন সাতেকের মধ্যে সে আর ফিরে এলো না।

অনেকদিন পরে একটা চিঠি পেলাম।

প্রিয় অলকা,

তোমার কাছথেকে আমি একান্ত মানসিক আঘাত পেলাম। এত আঘাত আমি জীবনে কখনও সহ্য করতেও পারিনি।

এমনটা যে হবে তা আমি ভাবিনি। আমি কখনও চিন্তা করতে পারিনি যে তুমি আমাকে এমন একটা কথা বলতে পার।

এ কথা ঠিক যে, আঘাত আর কটা তুমি পেয়েছ। কিন্তু তাই বলে আমিও ত বড় কম পাইনি।

যাই হোক এখন আমার বক্তব্য হলো এই যে, আমি চলে যাচ্ছি তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে।

আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছি বোম্বে, কার্য্যের সন্ধানে।

তুমি যে অভস্থিত হয়েছ হয়েছ এতেই আমি সুখী। যদি জীবনে উন্নতি করতে পারি। আবার দেখা করব তাতে ও যদি তা না হয়। তা হলে এই শেষ চিঠী।

তুমি আমাকে কোনও পথ যদি করে দিতে তা হলে আমার ভাগ্যের পাওনা।

যা হোক, আশা করি তোমর রাগ থাকবে না একটু।

তার ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা ঘটল, ও সব ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো। ইতি তোমার রবীন।

* * *

একটু নামল অলকা।

তারপর বলতে লাগল—সত্যি সেদিন রবীনের ঐ চিঠীটা পেয়ে আমি খুবই দুঃখিত হই।

আমি ভাবি যে, এটা যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত এলো আমার উপরে।

কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিই। একদিন না একদিন হয়ত সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তখন সে নিশ্চয়ই খোঁজ করবে।

কিন্তু তারপর পুরো তিন চারটি বার কেটে গেছে তারও সে আমার কোনও খোঁজ নেয়নি।

যাক সে কথা—

যে কথা বলছিলাম, তাই বাকি।

নার্সের শিক্ষানবিশীর কাজে দিন আমার মোটামুটি মন্দ কাটছিল না।

মাস দুয়েক পরে একটা পরীক্ষাতে পাশ করেও ফেললাম আমি।

আমার মাইনে হয়ে গেল তখন একশো পনর টাকার মতন।

দিন মন্দ কাটছিল না।

কিন্তু এর মধ্যেও আবার দু একটা নতুন উপদ্রব এসে জুটে গেল।

এবারে সেই জীবনের কথাগুলো একে একে বলি আপনার কাছে।

মেডিক্যাল কলেজে আমি কাজ করতাম। সেখানকার একটা ধনী ছাত্রের হঠাৎ নজর পড়ে গেল আমার দিকে। ঘটনাটা কি করে ঘটল তবে বলি।

আমি তখন 'লেবার ওয়ার্ডে' ডিউটি করতাম—অর্থাৎ যেখানে মেয়েদের প্রসব করানো হয়।

সেদিন নাইট ডিউটি ছিল।

একটা মেয়ের খুব প্রসব বেদনা উঠল। আমি ডাক্তারকে খবর দিতে গেলাম।

ডাক্তার এলেন। সঙ্গে একজন ছাত্র সে কোয়ার্টারে পড়ে।

ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে ছেলেটির খুবই অন্তরঙ্গতা দেখতে পেলাম।

ডাক্তার প্রসব করালেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে লাগলাম।

ডাক্তার সব দেখছিল। কিন্তু তার নজর দেখলাম তিনবার আমার উপরে পড়ল।

কাজ শেষ করে ডাক্তার চলে গেলেন।

ছাত্রটি আমাকে বললে—তোমার নাম কি?

আমি লজ্জিতভাবে বললাম—অলকা।

অলকা। বারে ফাইন নাম!

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ছাত্রটি বললে—আমি ত তোমাকে দেখিনি এর আগে।

হয়ত যে ওয়ার্ডে আমি থাকি সেখানে আপনি আসেন নি।

তা হবে।

আমি কোর্থ ইয়ারে পড়ি। আমার নাম বিজন গুপ্ত। আমি হলাম ষ্টুডেন্টের ইউনিয়নের প্রধান সেক্রেটারী।

ও! আপনার নাম শুনেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সত্যি কথা।

আমি খুশি হলাম আপনার কাজ দেখে। আপনি নিশ্চয়ই উন্নতি করবেন।

ধন্যবাদ।

আচ্ছা চলি। আবার দেখা হবে, চললাম।

নমস্কার।

আমি কিন্তু চিন্তিত হলাম।

আমার সঙ্গে কাজ করছিল তাতে একটা নাম।

তার নাম রমা।

রমা বললে বিজয় গুপ্তের নজর তোর উপরে পড়ে গেছে যে।

তার মানে?

মানে এর কাজই হচ্ছে নার্সারী করা।

সে কি?

হ্যাঁ। বিরাট বড় ডাক্তারে ছেলে। নার্সের অভাব নেই। তবে নার্সদের ধরে ধরে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ও ভালবাসে বিশেষ করে তোর মত সুন্দরী যুবতী নার্স।

তার মানে? উনি কি আমাকে এত নীচ বলে মনে করেন নাকি।

তুই কেন, তোর মত কত মেয়ে এঁর কাছ থেকে দু'একশো টাকা পাওয়ার লোভে ওঁর পায়ে লুটিয়ে দিয়েছে তাদের নারীত্ব কত দেখলাম।

তাতে লাভ কি?

লাভ অর্থ। আর কতো নারীত্ব বিসর্জন দেওয়া? অর্থ আর কি!

কিন্তু নারীত্বই কি এত সস্তা?

সস্তা কি দাম তা জানি না। তবে দেখেছি, এমনিই ত ঘটে থাকে।

তা বটে। যাই হোক—সেইসব মেয়েদের লাভ কি হয় এতে?

কিছুই হয় না—কারণ বিজয়বাবুর বেশিদিন একজনকে ভাল লাগে না।

ওঁর বাবা কিছু বলেন না ?

ওঁর বাবা হলেন সেন্ট্রাল অফিসের বিখ্যাত ডাক্তার অসীম কুমার দত্ত। তিনি এ সব কথা জানেন না। জানলেও মাথা ঘামান না। ছেলে ডাক্তারী পাশ করলেই তিনি খুশী—এত সব দেখা তিনি প্রয়োজন মনে করেন না।

কিন্তু এভাবে কি পাশ করবে।

কেন করবে না ? পড়াশুনা কিছু কিছু করে—আর তা ছাড়া টাকার ব্যাকিং। ওকে ফেল করায় কে ?

তা বটে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ভাবতে লাগলাম, এ আবার নতুন কোন ঝঞ্ঝাট এসে জুটল !

কয়েকটা দিন কাটল।

মাঝে মাঝেই বিজয় বাবুর সঙ্গে দেখা হয়

সে হেসে বলে—কেমন আছেন ?

ভাল।

কাজকর্ম ঠিক চলছে ?

হ্যাঁ।

পরীক্ষা কবে?

আর মাস দুই বাকি আছে।

আশা করি পাশ করবেন।

আশা ত করি—

যদি প্রয়োজন হয়, আমার সাহায্য নেবেন—আমি সব বুঝিয়ে দেব।

প্রয়োজন হলে বলব।

ঠিক আছে।

সে চলে যায়—আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

হয়ত ভাবতে পারেন, আমার মত মেয়ে, সে বহু পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তার মনে এত ভীরুতা কেন?

ভীরুতা এইজন্যে যে আর এসব ভাল লাগে না। যদি আমাকে সে বিয়ে করত—আমি হয়ত আনন্দে রাজী হতাম।

কিন্তু টাকার জন্যে নারীত্বকে বিক্রি করতে আগেও ভাল লাগত না।

মনটা যেন বিষিয়ে উঠত।

তবে মাঝে মাঝে মনে হতো, ছেলেটাকে খেলিয়ে দেখলে মন্দ হতো না।

ভাবতাম সে কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনকে ধমকে দিতাম—না, আর এসব করা ভাল নয়।

একটা সৎ পথে যখন চলার সুযোগ আমি পেয়ে গেছি, তখন এই ভাল।

আর কিছুতেই আমি ঐ কুপথে পা বাড়াব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আর তা ছাড়া, বিজয়ও আর বেশি দূরে এগোয়নি কখনো।

তাই মনকে কঠোরভাবে সংযত রাখতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম।

এ পথে যখন এসেছি, তখন সৎভাবে জীবনে উন্নতি করার জন্য মনকে বেশ দৃঢ় করে তুলতে সচেষ্ট হলাম আমি।

॥ সাত ॥

একটু থামল অলকা।

অজিত বললে—রাত তো অনেক হলো। আজ তোমার কাহিনী থাক অলকা। আমি চলি।

আজ রাতে থাকলে কি এমন কিছু ক্ষতি হবে তোমার ?

তা নয়, তবে—

ভয় নেই। একজন বিপথগামিনী নারীর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটালে, সে তোমার উপর কোনও অত্যাচার যে করবে না, এ বিশ্বাসটুকু অন্ততঃ রাখতে পার তুমি।

তা বটে।

ভয় নেই—তোমার সঙ্গে আমি অন্ততঃ ব্যবসাদারী কথা বলছি না—বা মোটা টাকা পাবার আশাতেও এ কথা বলছি না। তুমি আমার পুরোনো দিনের পরিচিতা তাই এতদিন

বাদে তোমার সঙ্গে মিশতে আমার বেশ ভাল লাগছে।" বেশ আনন্দ পাচ্ছি তোমার সঙ্গে কথা বলে।

আমি ত মদটা বিশেষ খাইনি। তুমিই ত প্রায় আধ পাঁইট শেষ করলে।

সত্যি, এই অসীম দুঃখের মধ্যে ঐ জিনিষটাই একটু ভাল লাগে। এটা আছে বলেই বোধ হয় আমি আজও বেঁচে আছি। তাই আমার কাহিনীও বলতে পারব।

তার মানে ?

মানে অতি সহজ। আমি তোমাকে আজ রাতে থাকতে অনুরোধ করছি। আজকের এই মদটা খেয়ে যে মুডটা এসেছে, এখন সব কথা ঠিকমত বলতে পারব। কিন্তু এই মুড না থাকলে আর বলা হবে না।

তবে থাকি। তোমার ত এখনো কিছু খাওয়া হয়নি। সামান্য মাংসটা মাত্র খেয়েছি—

বেশ খাবার আনাও। ঝিকে পাঠাচ্ছি।

খাবার আনতে দিল অজিত।

—তবে ?

—আপনি যা করেন, তা ভেবে চিন্তেই করেন। বেশ মাথা খাটিয়ে—

—সেকি ?

—হ্যাঁ, যেমন আমাকে আজ প্রয়োজন বোধে ইনভাইট করেছেন।

হো হো করে হেসে উঠল বিজয়। বললে, তুমি দেখছি খুব চালাক মেয়ে।

আপনার দেওয়া উপাধিটির জন্তে ধন্তবাদ জানবেন।

তার মানে ?

মানে অতি সহজ। আমি এরকম বিশেষণ এই প্রথম পেলাম।

সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে আপনি। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি প্র্যাকটিক্যাল।

তাই নাকি? যা হোক, এখন এ সব কথা থাক, আগে চলুন সিনেমায় যাই।

হ্যাঁ চলুন ওঠা যাক।

উঠে সিনেমায় গেলাম তার সঙ্গে। সে আমার পাশেই বসল।

সিনেমাটা দেখলাম।

সেটি উত্তেজনামূলক শস্তা ছবি, শুধুমাত্র উত্তেজনা জাগে মনে।

ছবি দেখতে দেখতে উত্তেজনামূলক মুহূর্তগুলিতে বিজয় মাঝে মাঝে আমার হাতটা চেপে ধরছিল। দু একবার আমাকে জড়িয়েও ধরেছিল।

আমি বাধা দিইনি। দেখি এর দৌড় কতটা যায়।

অবশেষে সিনেমা শেষ হলো। বাইরে বেরিয়ে একটু চা খেলাম আমরা।

তারপর আমি বললাম—এবারে তাহলে আমি চলি বিজয় বাবু।

আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, কিছু মনে করবেন না ত?

না।

কথাটা হলো, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি আমরা ওদিকে।

বেড়াতে যাবেন?

হ্যাঁ, সবে মাত্র ত ছটা বাজল। আপনি আটটা নাগাদ ফিরলেও ত চলবে।

তা বটে।

চলুন তাহলে, একটু ঘুরে আসি আমরা।

ঠিক আছে।

আমরা বের হলাম। ঘুরতে ঘুরতে গেলাম সোজা ট্যাক্সি নিয়ে গঙ্গার ধারে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে নরম ঘাসের উপরে বসে পড়লাম আমরা।

আমার গা ঘেঁষে বসল বিজয়।

বললে, আপনাকে আমার বেশ ভাল লাগে অলকাদেবী।

জানি।

জানেন?

হ্যাঁ।

কি করে?

প্রথম দিন থেকেই, আপনি না বললেও তা আমি বুঝেছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, কিন্তু কি করব বলুন, আমি এগোতে সাহস পাই নি।

কেন ?

কারণ আপনি ত আর আমার মত মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিজয় বললে, তা বটে।

তা ছাড়া আপনি চাইলেও আপনার বাবা মা বিয়ে দেবেন না।

ঠিক।

তাই, কি লাভ এতে। এ প্রেম ত রৌদ্র দিয়ে শিশির বিন্দুর মত মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু তবু মন মানে না ত।

কি চায় মন ?

চায় ভালবাসার মত মেয়ে পেলেই তাকে ভালবাসতে, কাছে পেতে।

এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সব কিছু চাইলেই ত আর পাওয়া যায় না

তা বটে। কিন্তু আপনাকে কি চাইলে পাওয়া যাবে না ? যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি আমি।

কিভাবে সন্তুষ্ট করতে চান ?

প্রচুর অর্থ দিতে যদি রাজী হই।

প্রচুর টাকা ?

হ্যাঁ, মানে যা চান—

যদি চাই দুশো টাকা, দেবেন তা ?

বেশ, যদি তা দিতে পারেন, আপনি আমাকে পাবেন।

আশ্চর্য।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। চলুন ওঠা যাক।

কোথায় যাবেন ?

আসুন না আমার সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বসল অলকা॥

বললে—এবারে তাহলে শোন আমার কথা। কি যেন বলছিলাম আমি।

ঐ ছেলেটা সম্পর্কে—

হ্যাঁ, বিজয়। এইভাবে কিছুদিন কাটাই পরে একদিন বিজয় হঠাৎ আমাকে ডাকল। বললে—কই গেলেন না আমার এখানে ?

কেন বলুন ত ?

পড়াশুনা দেখে দেবার জন্যে—

না, আমি আপাততঃ নিজেই পড়াশুনাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি।

তাই নাকি—তবে ত ভালই। আচ্ছা, একটা কথা বলব আপনাকে।

বলুন।

আজ এলিটে একটা ছবি দেখতে যাব। ভাল সিনেমা। যাবেন আমার সঙ্গে ?

কটায় ?

বিকালের শোতে যাব।

আমার মনের মধ্যে হঠাৎ তাকে খেলাবার প্রবৃত্তি সাড়া দিয়ে উঠল।

বললুম—বেশত যাব।

তাহলে ঠিক আড়াইটে নাগাদ চলে আসুন এখানে।

ঠিক আছে।

ট্যাক্সি ভাড়া দেব ?

না—আমি বাসেই যেতে পারব।

ঠিক আছে।

ও চলে গেল। আমিও মনে মনে পরবর্তী কর্ম পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

ভাবলাম, ক্ষতি কি ? দেখাই যাক না, ঐ ছোকরা কত গভীর জলের মাছ।

তাই ঠিক বেলা আড়াইটের সময় আমি গেলাম এলিট সিনেমায়।

গিয়ে দেখি অতি সুন্দর পোষাক পরে বিজয় এসে দাঁড়িয়ে আছে এলিট সিনেমার সামনে।

আমাকে দেখেই বললে—এই যে আসুন। আমি ত হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি।

কটা বাজে ?

ঘড়ি দেখে বললে—আড়াইটে।

তবে ?

আমি একটু আগেই এসেছি। টিকেট হয়ে গেছে। চলুন-ঢোকা যাক।

হ্যাঁ, চলুন।

কিন্তু এখনো ত আধ ঘন্টা বাকি। গেটও খোলেনি দেখছি। তার চেয়ে চলুন, কোনও রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে খেয়ে আসি।

বেশত, চলুন।

কোন রেষ্টুরেণ্টে যাবেন ?

যে কোনও রেষ্টুরেণ্টে।

আচ্ছা চলুন অশোকাতেই যাওয়া যাক।

দুজনে গেলাম সেখানে। অশোকাতে গিয়ে দুজনে একটা টেবিলে বসলাম।

দুটো কাটলেটের অর্ডার দিল বিজয়।

খেতে খেতে বেশ গম্ভীরভাবে বললে, আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগছে আপনার 'কমপ্যানি।' আপনার কেমন লাগছে ?

ভাল।

আপনি জানেন না। আমি একটু খামখেয়ালি ধরণের। এজন্যে বন্ধুবান্ধবরা কতো ঠাট্টা যে করে আমাকে।

তাই নাকি ?

সত্যি।

খাওয়া শেষ হলো।

আমি বললাম, আমার কিন্তু আপনাকে ঠিক খামখেয়ালী বলে মনে হয় না।

তক্ষুণি একটা ট্যাক্সি ডাকল বিজয়। আমাকে বললে, উঠুন।

দুজনে এসে নামলাম সোজা শিয়ালদহে, অর্থাৎ একটা হোটেলের সামনে।

বিজয় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে হবে অলকা।

কি কথা ?

তুমি তোমার পরিচয় দেবে আমার স্ত্রী বলে। অবশ্য তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করব। তুমি শুধু চুপ করে থেকো।

বেশ ত, তাই হবে।

সোজা আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল বিজয়। অবশ্য প্রবেশের আগে মোড়ের দোকান থেকে চার আনা দিয়ে এক প্যাকেট সিঁদুর কিনে আমাকে দিল। আমি নিজেই সীমন্তে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে নিলাম।

তারপর বিজয় ভেতরে গিয়ে হোটেল রেজিষ্টারে আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে একটি ঘর ভাড়া নিল।

আমি চুপচাপ তার সঙ্গে একটা ঘরে গিয়ে বসলাম।

বিজয় বেয়ারাকে চা ও খাবার আনতে বলল। খাবার খেয়ে বিজয় দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তারপর পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে সে একশো টাকা তুলে দিল আমার হাতে। বললে, এতে একশো আছে। আর একশো টাকা কাল তুমি কলেজে নিয়ে নিয়ো।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

পাগল? না না, তা কেন।

তবে আজই এভাবে—

না, আমার এই পাগলামির জন্যে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে অনেক কিছু বলে, তবু এটা আমার যেন স্বভাবের সঙ্গে মিশে গেছে।

এটা পাগলামি?

হ্যাঁ, তুমি একে যা বলো।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। বিজয় তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে চুম্বন করল।

আমার মন্দ লাগল না।

অন্ততঃ এর আগে যারা রবীনের সঙ্গে এসে আমার উপরে অত্যাচার করত, তাদের মধ্যে কোনও অনুরাগ ছিল না, ছিল শুধুমাত্র একটা পাশব প্রবৃত্তি।

কিন্তু বিজয়ের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম একটা প্রকৃত অনুরাগী হৃদয়। তা ছাড়া এর এই অদ্ভুত খামখেয়ালা ভাবটা

আমার ভাল লাগছিল।

ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে ও খাটে শুয়ে পড়ল একই শয্যায়।

অপূর্ব দ্রুততা ও কৌশলের সঙ্গে আমার প্রকৃতিকে, আমার কামনাকেও জাগ্রত করে তুলল খুব অল্প সময়ে।

আমার উপর ও অত্যাচার করল না। আমার পূর্ণ কামনা জাগ্রত করে আমার সঙ্গে ও মিলিত হলো দেখলাম।

এই হলো প্রকৃত সার্থক মিলন, তাতে হৃদয়ে জাগে আনন্দ, জাগে প্রেম।

মিলনের পরে আমার সর্বাঙ্গে ও চুম্বন এঁকে দিল।

তারপর বললে, চল উঠি।

চলে যেতে হবে?

হ্যাঁ।

কেন?

এখানে থেকে আর লাভ নেই। কাল আবার আসব এখানে।

শুধু একটি কি দুটি ঘণ্টার চার্জ দশ টাকা।

হ্যাঁ কারণ এত নিরালার ঘর তুমি সহজে পাবে কি করে?

তা বটে।

আমরা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল বিজয়।

বললে কাল আবার দেখা হবে।

আচ্ছা।

কাল বিকেলে দুজনে বের হবো, কেমন?

বেশ।

আমি বিদায় নিলাম ওর কাছ থেকে।

॥ আট ॥

সত্যি কথা বলতে গেলে বিজয়কে একটু খেলানো ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

কিন্তু ওর আবেগ, ওর কথা, সব ভঙ্গিমাই যেন আমাকে মুগ্ধ করল।

তাই ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়লাম নিজের অজ্ঞাতে।

পরদিন।

ঠিক সময়েই আবার দেখা হলো। আমাকে বললে—আজ ছুটির পর চারটে নাগাদ এসো তুমি এসপ্লানেডের মোড়ে।

আচ্ছা আসব।

মনে থাকবে ত?

হ্যাঁ।

ও চলে গেল। আমিও গেলাম সোজা এসপ্লানেডে ঠিক চারটের সময়।

গিয়ে দেখি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে বিজয়।

আমাকে দেখেই সঙ্গে করে নিয়ে গেল একটা বড় হোটেলে।

হোটেল আনারকলি।

সেখানে একটা কেবিনে বসে দুজনে বেশ কিছুটা খেয়ে নিলাম।

তারপর ও একশো টাকার একটা নোট আমার হাতে তুলে দিল।

বললে, তোমার পাওনা।

মনে আছে?

থাকবে না?

তা বটে।

আমি টাকাটা নিয়ে বললাম, এখন কোথায় যাবেন বলুন"।

কালকের হোটেলেই চল।

কিছু ভাববে না ত?

না-না।

সেদিনও ওখানে গেলাম। আমাকে খুব দরদ ও ভাল-বাসার সঙ্গে এনজয় করল ও।

তারপর বললে—আবার কাল?

—না।

কেন?

কাল আমি থাকব না।

কোথায় যাবে?

আমার এক বান্ধবীর জন্মদিনে আমার নিমন্ত্রণ আছে।

তবে পরশু?

বেশ।

এইভাবে বিজয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে আমি জড়িয়ে পড়লাম।

মাঝে মাঝেই সে আমাকে গোপনে ভোগ করত। তবে আমি কথাটা গোপন রাখতাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ মনটা একটা নতুন দিকে আবার মোড় ফিরল।

সেটায় আসছি এবারে।

*　　*　　*　　*

বিজয়ের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশার ফলে আমি আবার গর্ভবতী হয়ে পড়লাম। কিছুদিন পরে তা জানতে পারলাম।

আমি একদিন বিজয়কে বললাম সব কথা।

সব শুনল সে মন দিয়ে। তারপর বললে, এত হবেই। তার মানে এটিই স্বাভাবিক নিয়ম।

তাত হয় না। কিন্তু আমি এখন কি করি?

তাই ত, ভেবে দেখি।

অবশ্য আমি যে আগে পুরুষ সংসর্গে ছিলাম তা বিজয়কে বললাম না।

তখন আমার ভয় করল, কারণ আমি কুমারী।

পরদিন বিজয় বলল, একটা কাজ কর—

—কি?

গর্ভপাত।

কিন্তু কোথায়?

আমাদের হাসপাতালে ত হবে না, তাই না?

মাথা খারাপ! সবাই জেনে ফেলবে—

তাই ত!

একটু ভেবে বললে, আমার জানাশোনা একজন ভাল চিকিৎসক আছে।

কি নাম?

ডঃ পাল। তাঁর নিজের নিজের একটা খুব ভাল ক্লিনিক আছে জানি।

তবে ত ভালই।

হ্যাঁ।

টাকা?

যা লাগে আমি দেব।

বেশ আমি তাহলে ছুটি নেব।

ঠিক আছে। কবে যাবে?

কাল চল। আগে দেখাই তাঁকে।

ঠিক আছে।

পরদিনই গেলাম সেন্ট্রাল এভিনিউ আর বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে ডঃ পালের চেম্বারে।

ডঃ পাল সব শুনলেন, তারপর পেট পরীক্ষা করে বললেন, চার মাসে পড়েছে। আগে বলেননি কেন বলুন ত?

আগে ঠিক বুঝিনি। আমার মাসিকের গোলমাল কিনা।

এখন ত মেডিসিনে হবে না। অপারেশন অবশ্যই করতে হবে।

ঠিক আছে, বললে বিনয়। কত চার্জ লাগবে বলুন না।

দুশো টাকা।

ঠিক আছে, এই নিন।

বিজয় তাঁকে দুশো টাকা দিল। তিনি আমাকে তাঁর ক্লিনিকে ভর্তি করে নিলেন।

বিজয় আমাকে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেল চুপচাপ। বললে, দিন পাঁচ ছয় পরে এসে দেখা করবে আমার সঙ্গে।

ডঃ পালের নার্সিং হোমটা খুব বড় নয়। সব মিলে সেখানে দশ বারোটা রোগিনীর সিট আছে। যখন আমি ভর্তি হলাম তখন ক্লিনিক প্রায় খালি। মাত্র তিন চারটি রোগিনী ছিল সেখানে।

আমি বেশ নির্বিবাদেই সেখানে আশ্রয় পেয়ে গেলাম বটে, তবে ক'দিন পরে বুঝতে পারলাম যতটা নিরুপদ্রব বলে জায়গাটাকে মনে করেছিলাম সেটা তা নয়।

একদিন রাতে অপারেশন রুমে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো।

ডঃ পাল বললেন, তোমার অবস্থা কি রকম, কত মাস হয়েছে তা পরীক্ষা করে ভালভাবে দেখতে হবে আমাকে।

কাপড় চোপড় খুলে একটা সেমিজ গায়ে দিয়ে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো।

একজন নার্স এসে আমার দুট পা উপরে তুলে দুপাশে ফাঁক করে বেঁধে দিয়ে চলে গেল।

আমার দেহের নিম্ন অংশ তখন সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন।

একটু পরে এলেন ডঃ পাল। তিনি একটা যন্ত্র দিয়ে আমার দেহের গোপন অঙ্গ পরীক্ষা করে বললেন—না, ওষুধে হবে না। অপারেশন করতে হবে। কাল পরশু করব।

তারপর তিনি হঠাৎ আমার টেবিলের উপরে উঠে আমার সঙ্গে উপগত হলেন।

ঘরে কেউ নেই।

আমারও বাধা দেবার ক্ষমতা নেই—কারণ দুটি পা বাঁধা।

ডাঃ পাল বললেন—আর ত গর্ভবতী হবার ভয় নেই—অপারেশন ত করতেই হবে। আর তুমিও সতী সাবিত্রী মেয়ে নও তা বুঝেছি—তাই তোমার সঙ্গে এটা করছি। বিজয়কে

ইচ্ছা করলে জানাতে পার—সে আমাকে এ বিষয়ে মত দিয়েই গেছে। তবে টাকা তুমি পাবে— বাধা দিয়ো না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি আমার সঙ্গে রমণক্রিয়া চালাতে লাগলেন।

তাঁর যৌন ক্ষমতার স্থায়িত্বকাল আমাকে বিস্মিত করল। এর আগে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে রমণ করতে কোনও পুরুষকেই আমি দেখিনি।

পূর্ণ তৃপ্তির পর তিনি সরে গেলেন। আমার পায়ের বাঁধনও খুলে দিলেন।

তারপর আমার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললেন— আমি কম দামে তোমার 'অপারেশন' করাচ্ছি—তাই এর বেশি আর পাবে না আমার কাছে।

আমি বললাম—এ বিষয়ে আমার কিছুই বলবার নেই—কারণ আপনি যা করলেন সবই ত জোর করে করলেন।

তিনি হেসে বললেন—ঠিক আছে—ডোণ্ট মাইণ্ড। আবার পরে হবে— তখন তুমি স্বেচ্ছায় দেবে এবং বেশি টাকা পাবে।

আমি কিছু বললাম না।

তারপর ডাঃ পাল কিন্তু আমার অপারেশন করলেন না সহজে।

তিনি বললেন—পরে হবে— তাড়া কিসের? অথচ প্রায় রোজই তিনি একবারকরে আমার সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন।

এইভাবে প্রায় চৌদ্দ-পনর দিন কাটিয়ে তিনি অপারেশন করলেন।

অপারেশনের পরে প্রায় দশদিন থাকতে হলো সেখানে।

এই কদিনে তিনি মোট প্রায় তিনশো টাকা দিয়েছিলেন আমাকে।

আমি যেদিন বেরিয়ে এলাম তখন খুব দুর্বল। তিনি বললেন—যে টাকা দিলাম তা দিয়ে ভাল করে দুধ, ফল, মাংস খেয়ো। শরীরটা ভাল হলে তুমি আবার এসো এখানে; কেমন?

আচ্ছা।

আমি বেরিয়ে এলাম—কিন্তু আর কখনো সেখানে যাবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

মনে মনে যেন তীব্র একটা ঘৃণা সঞ্চারিত হলো বিজয়ের উপরে—ডাঃ সেনের উপরে।

আমি ভদ্রভাবে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে যতই সচেষ্ট হই—ততই তারা এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

কেন এই অবিচার?

মনটা যেন এতে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অন্য একটা সংকল্প গ্রহণ করলাম মনে মনে।

॥ নব্ব ॥

আমি কিন্তু নার্সিং পরীক্ষাতে পাশ করতে পারলাম না।

অবশ্য মাইনে একটু বাড়ল। আমিও দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযমের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখব বলে স্থির করলাম।

বিজয় মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করত।

আমার কোয়ার্টারেও দু একদিন সে এলো। তবে আমি তাকে আমল দিলাম না।

সে একদিন বললে—কি ব্যাপার অলকা—তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

তার মানে?

মানে আমাদের সঙ্গে কথা বল না—

না।

কিন্তু কেন ?

আমি তোমার পাল্লায় পড়ে শেষে ডাঃ পালের কাছে পর্যন্ত দৌড়াতে হলো। তিনিও আমার উপরে অত্যাচার করতে ছাড়েননি। এইসব নানা ঝামেলার জন্যেই আমি এবার ফেল করলাম।

তাতে কি ? আবার দেবে।

কিন্তু পাশ করলে মাইনে ভাল হয়ে যেত। তা ত হলো না।

তা হলো না বটে, তবে অন্য দিক দিয়ে ত বেশ টাকা উপার্জন করেছ !

এ টাকা কিছু নয়। নিয়মিত মাইনে বাড়া অনেক ভাল। সেটা সম্মানের। আর এইভাবে উপার্জন হলো অসম্মানের।

তা হলে ত ঐ কাজ করলেই চলত।

তা বটে।

তবে তুমি কি মনে কর আমাকে তুমি অবহেলা করলেই এ পথে ভালভাবে থাকতে পারবে ?

চেষ্টা করব।

পারবে না তবুও।

কেন ?

জান তোমার পরীক্ষাতে ফেল করার কারণ কি ?

না। পরীক্ষা আমি অবশ্য খুব খারাপ দিইনি। তবু কেন যে ফেল করে গেলাম।

কারণ ছিল। কারণ হলো ঐ ডাঃ পাল।

তার মানে?

মানে তিনি চান তুমি ফেল করে, অসুবিধায় পড়ে মাঝে মাঝে টাকার জন্তে ওঁর কাছে যাও। অর্থাৎ তিনি তোমাকে উপভোগ করার সুবিধা সৃষ্টি করার জন্যেই তোমাকে ফেল করিয়েছেন।

কিন্তু তিনি ত পরীক্ষক ছিলেন না।

একজন পরীক্ষক তাঁর বন্ধু। তাঁর সহায়তায় তিনি এটা করেছেন।

ছি, এত নিচু মানুষের মত!

সত্যিই তাই। অবশ্য সকলের মন এমন নয়—তবে দু-একজন এরকম আছে।

কথাটা শুনে খুবই দুঃখ পেলাম।

বিজয় একটু থেমে বললে—আমি ত এ বছরই পাশ করব। তারপর হাউস সার্জন থাকব। আমি তোমাকে তখন পাশ করাবার চেষ্টা করতে পারব। আর যদি অন্য কলেজে চাকরী পাই, সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে। তুমি সেখানে পরীক্ষা দেবে

ঠিক আছে। কিন্তু এ পথ আর ভাল লাগছে না—সব কথা ভেবে বড় দুঃখ পাচ্ছি।

কোনও চিন্তা করো না—কাজ করে যাও। দেখি আমি কি করতে পারি।

তুমি এত সব খবর কোত্থেকে পেলে।

আমি তোমার থেকে অনেক বেশিদিন এ কলেজে আছি। এইসব খবর আমার নখদর্পণে।

তা বটে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বিজয় বিদায় নিয়ে চলে গেল।

* * *

আমি যথারীতি কাজ কর্ম করতে লাগলাম।

মনে মনে স্থির করলাম, যতো কষ্ট পাই না কেন, ডাঃ পালের দ্বারস্থ আমি হবো না—কিছুতেই না।

এমনি ভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

তারপর সেদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে আমি নেজেই বুঝতে পারলাম না কি করে এটা ঘটল। আমিই বা কি করে এতে রাজী হলাম।

সেদিন আমি বেড়াতে গেছি এস্প্ল্যানেডের দিকে। চৌরঙ্গি দিয়ে আমি হাঁটছি এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়ির মধ্য থেকে কে যেন ডাক দিল—অলকা দেবী।

কে?

আমি ফিরে তাকালাম।

দেখি একটা গাড়ি থেকে হাত নাড়ছে ডাঃ পাল। তাঁর সঙ্গে আর একজন ডাক্তার।

তিনি গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন। আমাকে বললেন—গাড়িতে আসুন না।

কোথায় যাবেন !

একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। চলুন—

আমি কি করবো ভেবে না পেয়ে উঠে পড়লাম তাঁর গাড়িতে।

উনি তারপর গাড়ি চালালেন পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে দ্রুত গতিতে।

পার্ক ষ্ট্রীটে এসে তিনি একটা বড় হোটেলের সামনে গাড়ি থামালেন।

সুন্দর সুদৃশ্য হোটেল।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ডাঃ পালের সঙ্গী ডাক্তারটিকে চিনতে পারলা

উনিই ছিলেন আমার পরীক্ষকদের একজন। মনে মনে ভাবলাম। এঁকে একটু খাতির করলেই ত আমি আগামী বারে পাশ করতে পারি। অনর্থক বিজয়ের কথা শুনে বসে থেকে লাভ কি ? কবে সে পাশ করবে, সে অনেক দূরের কথা।

আমার পরীক্ষক ডাঃ ভদ্রলোকের সঙ্গে ডাঃ পাল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি আমার বান্ধবী অলকা দেবী—নার্সিং ট্রেনিং-এ আছেন।

ও, নমস্কার।

খাওয়া দাওয়া বেশ ভালই হলো। তারপর ডাঃ পাল ড্রিয়ের অর্ডার দিলেন।

আমি না করতে পারলাম না।

ইচ্ছা না থাকলেও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খেতে হলো।

প্রায় তিন পেগ খাবার পর বললাম—আমি আর খাব না।

এঁরা প্রত্যেকে পাঁচ পেগ করে খেলেন। তারপর গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। ডাঃ পাল বিলটা চুকিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি ডাঃ পালের বাড়িতে না গিয়ে তাঁর বন্ধু ডাঃ সেনের বাড়িতে এলো।

শুনলাম ডাঃ সেন অবিবাহিত। তিনি মাঝবয়সী ডাক্তার—বয়স প্রায় বত্রিশ হবে।

শুনলাম এই বয়সে তিনি বিলেত থেকেও ফিরে এসেছেন।

ডাঃ সেনের বাড়িতে গিয়ে দোতলায় বসলাম। ডাঃ পাল বললেন—অলকা, আমরা একটু এনজয় করব এখন। অমত করো না

কিন্তু—

না না, আমার সঙ্গে ত তোমার সবকিছুই হয়েছে। আর উনি তোমাদের পরীক্ষক, এঁকেও চটিও না তুমি। এতে তোমার ভালই হবে।

ডাঃ সেন বাইরে গেলেন, কারণ বয়সে তিনি ডাঃ পালের চেয়ে ছোট চার পাঁচ বছরের। এটা বোধ হয় জ্যেষ্ঠের দাবী অগ্রগণ্য বলে মনে হলো।

ডঃ পাল আমাকে উপভোগ করে পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন। তখন ডঃ সেন আমাকে উপভোগ করতে লাগলেন।

পর পর এইভাবে ধর্ষিতা হবার পর আমার মন যে কি অবস্থায় পৌঁছাল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এভাবে নার্সিং পাশ করার চেয়ে বোধ হয় কোনও পতিতালয়ে গিয়ে বাস করা অনেক ভাল। এমনি একটা গ্লানিময় চিন্তা আমার মনকে ছেয়ে বসল।

অবশেষে আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন ডঃ পাল। তারপর কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

কোয়ার্টারে পৌঁছে নিজের ঘরে গিয়ে বিমর্ষভাবে শুয়ে পড়লাম।

আমার রুমেতে ছিল একজন পাশ করা আর একটু বেশী বয়সী নার্স। তার নাম বিশাখা।

আমাকে বললে, কি ব্যাপার? তোমার মনটা খারাপ মনে হচ্ছে আজ?

হ্যাঁ, উঃ কি সব কাণ্ড!

—কি ব্যাপার?

বিশাখার মনটা ভাল। আমি তাই তাকে সব কথা বললাম।

সব শুনে সে বললে, এতে মন খারাপ করে লাভ নেই ভাই।

—কেন?

ওরকম হয়েই থাকে।

তা হলে এ পথে এসে লাভ কি?

যারা আসে, বেশির ভাগই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলে। তা না করলে ক পথে সব সময় নানা বিপদ।

কিন্তু আমি কি করব? আমি ত বিবাহিতা ছিলাম। আমার স্বামী নিখোঁজ। তাই ত আমি এ পথে এলাম।

তা বটে। তবে সে বিয়ে নাকচ করে অন্য কাউকে বিয়ে কর।

কিন্তু কে বিয়ে করবে? বিজয়, ডঃ পাল, ডঃ সেন—কেউ নয়।

—তা জানি।

—তবে?

তোকে বিয়ে করতে পারে এমন একটা লোকের সঙ্গে পালাপ করে ফেল। তবে তোর একটা সুবিধে হলো। আগামী বারে পাশ ঠিক করবি।

—তা বটে।

এত দুঃখেও আমি হেসে ফেললাম বিশাখার কথা শুনে।

বিশাখা বললে, দুঃখ করিস্ না। ও সব ভুলে যা। এবার অন্য দিকে চেষ্টা কর।

তা ত করব। কিন্তু আমাদের কি কেউ চট্ করে বিয়ে করতে রাজী হবে?

আহা, যে তোর রূপে একবার মজবে সেই রাজী হবে।

—দেখা যাক, বলে আমি হাসলাম।

হাসিস্ না মুখপুড়ী, যা বললাম তা তোর ভালর জন্যেই।

কিন্তু তুমি ত বিয়ে করনি।

না, কিন্তু আমার ত আর তোর মত রূপ নেই।

তা বটে। আমি তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থটা ভাবতে লাগলাম।

॥ দশ ॥

দিনের পর দিন কেটে চলল।

আমার মনের মধ্যে তখন শুধু এক চিন্তা কি করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

কাজকর্মের দিকে আমি যতটা সম্ভব মনকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করলাম।

তবে এতেই সম্পূর্ণ ভুলে ছিলাম না আমি, আর একটা কাজও আমি করলাম। তা হলো ডঃ সেন, ডঃ পাল প্রভৃতি লোকের সঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা।

।কন্তু সেবার ধৈর্যের মধ্য দিয়েই আমি নতুন পথের সন্ধান।

আমি তখন ছিলাম সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। সেখানে একজন পুরুষের হার্নিয়া অপারেশন হয়েছিল। বয়স তার প্রায় সাতাশ আঠাশ। কোন এক কলেজে সে ছিল প্রফেসার।

সুন্দর সুদর্শন চেহারা, অবিবাহিত।

তার সঙ্গে আমার আলাপ হলো কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ খুব মনোযোগ দিয়ে আমি তার সেবাশুশ্রূষা করতাম।

সেও ধীরে ধীরে আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। তার নাম ছিল অনুপম।

পুরো দেড়টি মাস সে হাসপাতালে ছিল। এর মধ্যে তার সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল।

যেদিন সে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেল, সেদিন আমার মনটা খুব ভার ভার হতে লাগল।

আমি তাকে বললাম—আবার দেখা হবে—

কি করে হবে? আপনি কি আমার সঙ্গে একদিন দেখা করবেন?

তা করতে পারি। আপনার ঠিকানা—

মোহন ষ্ট্রীট, ছাব্বিশ নম্বর।

বেশ, আমি একদিন যাব। আপনি কটায় থাকেন বাড়িতে?

সকাল দশটা পর্যন্ত—আর বিকাল পাঁচটার পর।

আচ্ছা বিকেলেই যাব একদিন।

বেশ, নিমন্ত্রণ রইলো আপনার।

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের কিছু নেই। আপনি এই দেড়মাস যে সেবা করেছেন, তা যদি মনে না রাখি, তাহলে আমি অকৃতজ্ঞ।

অনুপম হাসল। হাসলে তাকে বড়ই সুন্দর দেখায়।

আমি বললাম—কিন্তু সেবা করাটাই ত আমাদের কর্তব্য।

কর্তব্যের সেবা আর হৃদয়ের সেবা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি আমি বুঝি না?

এটা বাড়িয়ে বলেছেন!

না, তা মোটেই নয়—যাবেন কিন্তু ঠিক—

আচ্ছা।

অনুপম চলে গেল।

আমি মনে মনে স্থির করলাম তার বাড়িতে একদিন দেখা করতেই হবে।

দিন পাঁচ ছয় পরে।

আমি একদিন বিকেলে খুব সুন্দর সাজগোজ করে গেলাম তার বাড়িতে।

তখন সন্ধ্যা ছটা।

গিয়ে দেখি, অনুপম কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে চা খেয়ে বাইরে বের হবার উদ্যোগ করছে। বেশ সুন্দর করে

সেজেছে সে।

আমাকে দেখে হাসিমুখে বললে—আসুন, আসুন, আমি ভাবলাম বুঝি ভুলেই গেলেন।

না, এত সহজে ভোলা যায় না।

সত্যি ?

কথাটা শুনে লজ্জা পেলাম।

মাথা নিচু করে রইলাম আমি। তা দেখে সে বললে—না না, এতে লজ্জার কিছু নেই।

তাই নাকি ? তা ভাল—চলুন কোথায় যাচ্ছেন।

চা খাবেন না ?

না, বাইরেই খাব।

তবে চলুন যাই।

আমরা মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিলাম।

বললাম—কোথায় চললেন ?

ভেবেছিলাম ক্লাবে যাব—তা থাক। আপনার সঙ্গে একটু বেরোন যাক।

চলুন।

দুজনে গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছুটল।

আমাকে নিয়ে সোজা অনুপম গেল দক্ষিণেশ্বর কালি-বাড়িতে।

সেখানে মায়ের পূজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমরা চা ও খাবার পেলাম।

আমি বললাম—আপনি কি ক্লাবে প্রায়ই যান নাকি ?

হ্যাঁ। আমার বেড়াবার স্থান দুটি। এক ক্লাবে গিয়ে খেলাধূলা করা আর তা না হলে দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়ে বেড়াতে যাই।

কেন আর কি বেরুবার জায়গা নেই ?

আছে। তবে ভাল লাগে না। আপনাদের ঐ লেক, ভিক্টোরিয়া এসব ভাল লাগে না আমার। তার চেয়ে অনেক তৃপ্তি পাই এসব দিকে এসে।

আপনি বুঝি মায়ের ভক্ত ?

ভক্তিটক্তি বুঝি না। তবে মাকে ছেলে ভালবাসবে এটা ত সাধারণ কথা।

তা বটে।

লোকটার মধ্যে যেন একটা নতুনত্ব দেখতে পেলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা আপনি কোন্ কোন বিষয় পড়ান ?

মৃদু হেসে সে বললে—আমি পড়াই বাংলা আর ইতিহাস।

আপনি কি ডবল এম এ ?

হ্যাঁ—হিষ্ট্রি আর বাংলায়।

আপনি সাহিত্য রচনা করতে পারেন ত ?

তাও করি। কয়েকখানা বই আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

তাই নাকি ? কি বই ?

উপন্যাস ধরণের—তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস তার জীবনী-জনক উপন্যাস।

আমাকে পড়াবেন ?

বেশত—

আমরা উঠলাম। তারপর সোজা ফিরে এলাম তার বাড়িতে।

বাড়িতে ফিরে সে আমাকে তার লেখা একখানা উপন্যাস দিয়ে বললে—এটা রাখ। আশা করি পড়ে আনন্দ পাবে।

বইটা নিয়ে বিদায় চাইলাম। আমাকে মোড়ে এসে ট্যাক্সিতে তুলে দিল সে।

বললাম—চলি ?

আচ্ছা। আবার একদিন এসো।

ঠিক আছে।

হঠাৎ কি করে যে এত অল্প সময়ে আপনি থেকে আমি একেবারে তুমিতে পৌঁছে গেলাম তা ভেবেই পেলাম না।

বেশ লাগল।

মনে মনে ভাবলাম—ওকে নিয়ে ঘর বাঁধলে কেমন হয় ?

মন সায় দিল।

ওকে আমার ভালই লেগেছে। মার্জিত, শিক্ষিত, সুপুরুষ, ভদ্রলোক।

আজ পর্যন্ত যতো পুরুষের সঙ্গে মিশেছি তাদের থেকে পৃথক।

তাদের মধ্যে এতদিন দেখেছি শুধু একঘেয়ে একটা পশুত্বকে।

কিন্তু এ পশু নয়— এ সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর, সরল মানুষ।

মন যেন নতুন একটা স্বপ্নের জাল বুনে চলল হঠাৎ।

ভাবলাম, ও কি আমাকে গ্রহণ করবে? আমার ইতিহাস ত উজ্জ্বল নয়— বরং অতি কলঙ্ক ঘেরা ইতিহাস আমার।

তবু মনে মনে স্থির করলাম, না ওকে আমি ত্যাগ করব না—এমন কি ওকে আমি দূরেও ঠেলে দিতে পারব না।

আমার সারা মনে ও যেন খুব অল্প সময়ে বেশ প্রভাব বিস্তার করল।

*　　　*　　　*

দিন তিনেক পরে।

আমার তাড়াতেই সেদিন বিকেলে আবার গিয়ে উপস্থিত হলাম অনুপমের বাড়ি।

গিয়ে দেখি সে তখন টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বসে কি যেন লিখছে।

আমাকে দেখে হেসে বললে—আসুন—

আমি বসলাম।

চাকরকে চা আর খাবার দিতে বললে।

চা খেতে খেতে বললাম—কি লিখছেন এত মনোযোগ দিয়ে?

একটা উপন্যাস।

কি বিষয়ে?

নূরজাহানের উপরে ভিত্তি করে একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছি। আজ কিছুটা 'মুড্' এসেছিল—তাই লিখছিলাম।

ভাল। তা এখন কি বের হবেন?

না, আজ আর বের হতে ইচ্ছা নেই। যেদিন মুড্ আসে, সেদিন আমি একমনে লিখেই চলি। সেদিন আর বের হই না।

তা ভাল।

আপনি ঐ বইটা পড়েছেন?

হুঁ।

কতটা?

গোটা বইটাই। তবে বইটার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল হলেও ইতিহাস নিয়ে বড় বেশি গোল পাকিয়ে যায় মনে।

কেন?

কারণ ঔরংজীবের উপরে আপনি লিখেছেন উপন্যাসটি। কিন্তু ঔরংজীবের মধ্যে আপনি যে রোমান্টিক মনের পরিচয় দিয়েছেন, সেটা কি বাস্তবে সত্য ছিল?

ছিল না?

আমার ত মনে হয় না।

অনুপম হাসল।

বললে—মানুষকে চিনতে পারার ক্ষমতা আপনাদের কম। ভাই—

তার মানে ?

মানে ঔরংজীব সে নিজেকে খুব ধার্মিক আর নিষ্ঠাবান মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন, এটা তাঁর ভাঁওতা।

সে কি কথা ?

সত্যই তাই। পিতাকে বন্দী, ভাইদের হত্যা করে তিনি মুসলমানদেরও বিরাগ ভাজন হন। সেই বিরাগ দূর করার জন্যেই তিনি নিজেকে ধার্মিক মুসলমান বলে প্রচার করতেন, আর হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চালাতেন।

তা হতে পারে বটে।

আর তিনি ছিলেন অতি ক্ষমতালোভী ও অতি স্বার্থপর লোক। এমন কি তিনি সিংহাসন হারাবার ভয়ে নিজের পুত্রকে পর্যন্ত নির্বাসন দিয়েছিলেন, তা জানেন ত ?

জানি।

নি যে কাউকে বিশ্বাস করতেন না—তার কারণও ছিল ঐ এক। আসলে তিনি স্বার্থপরের চূড়ান্ত ছিলেন। তাই তাঁর প্রথম জীবনে ঐ যে রোমান্সের ঘটনা আছে, তাও দেখুন একটা স্বার্থ পূর্ণ।

সত্যি, আপনি যে বিষয়ে ভাবেন, তা নিয়ে গভীরভাবেই ভাবেন দেখছি।

তা না হলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

আমি বিদায় নিয়ে উঠলাম। উনি আর একদিন আমার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন।

বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে বললাম আমি।

এ আমি কি করছি?

একজন আত্মভোলা, অবিবাহিত লোককে আমি আকর্ষণ করছি—এটা কি ভাল হচ্ছে?

আমি কি বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছি না?

তা হোক—তবুও চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

এমন একজন মানুষকে আমি ভালবাসি যে নারীর আদর্শ এক পুরুষ।

সে যদি আমাকে ভালবাসে, তবে তাকে ভালবাসা আমার পাপ নয়—অপরাধ নয়।

ভাবতে ভাবতেই ট্যাক্সিতে চেপে ফিরে এলাম আমার আস্তানায়।

হ্যাঁ ভাই।

কিন্তু সাবধানে প্রেম করিস বলে দিলাম—ও ব্যাপারটা যেন শেষে ছেলেখেলা হয়ে না যায়!

তার মানে?

মানে যার সঙ্গে সারাজীবন ঘর করতে পারবি, এমন লোককেই মন দিবি—এই আর কি!

বেশ।

আর মনকে অযথা চঞ্চল করে তুল'ব না—তাতে খারাপ হবে।

জানি। কিন্তু তোমার কথাগুলো সব যেন পাকা গিন্নীর মত লাগছে।

তাই নাকি? কিন্তু যা বলছি সব তোমার ভালর জন্যেই বলছি।

জানি।

বলে আমি হেসে উঠলাম।

এবারে বিশাখা আমার হাত দুটো ধরে কানে কানে বললে, তোর সেই লাভারটি কি করে?

প্রফেসার—সাহিত্যিক।

তবে ত ভালই।

বিরাট পণ্ডিত।

তাই নাকি? সে কি নিজেই এগিয়ে এসেছে, না তুই এগিয়ে গেছিস?

॥ এগারো ॥

সেদিন আবার বিশাখার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার রাতের বেলা।

বিশাখা বললে—তোকে যে আজ খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে অলকা—ব্যাপার কি?

আমি হাসিমুখে বলি—আজ?

হ্যাঁ আজ।

আমি ভাই প্রেমে পড়েছি কিনা— তাই—

কি বললি?

বলে সে হেসে উঠল খিলখিল করে।

সত্যি, আমি প্রেমে পড়ে গেছি—শিগ্‌গীর হয়ত বিয়ের খবর পাবি।

তাই নাকি?

আমাদের দিনগুলো কাটাব সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

*　　　　*　　　　*

লেক—

বালিগঞ্জের এই লেকের ধারে আমরা আগে কতবার বেড়াতে বের হয়েছি।

এই লেকের ধারে বসে কতজনের সঙ্গে আগে কত কথা বলেছি—গল্প করেছি।

কিন্তু সে সব দিনে মনের মাঝে যে আনন্দ ছিল না—সে আনন্দ অনুভব করলাম সেদিন—আমি যেদিন অনুপমের সঙ্গে বেড়াতে গেলাম সেখানে।

জলের ধারে বসলাম আমরা দুজনে—আমি আর অনুপম বসলাম পাশাপাশি।

যতোক্ষণ ছিল আলো—দুজনের ব্যবধান ছিল অনেক বেশি।

আঁধার ঘনিয়ে আসার পর নিবিড় হয়ে এলো ধুতি আর শাড়ির মিতালী।

অনুপম আমার গা ঘেঁষে বসল। আমার দেহে স্পর্শ বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—তোমার অপূর্ব সুন্দর এই দেহ-সুষমা, এই মিষ্টি ব্যবহার আর স্মার্ট আমাকে মুগ্ধ করেছে অলকা!

সত্যি?

তবে ত ভাল। তা আলাপ হলো কোথায়?

এখানেই।

এখানেই মানে?

হাসপাতালে। তিনি একটা অপারেশন করাতে ভরতি হন।

বুঝেছি। ঠিক আছে। বেশ সাবধানে এগোবি—চট্ করে কিছু করবি না।

না।

আর তোর সেই ডাঃ পালের খবর কি?

এ নাম মুখে আনবি না। লোকটা পাকা একটা শয়তান।

ঠিক বলেছিস। আর বিজয়?

সেও তাই।

কিন্তু সেত আসে মাঝে মাঝে।

হ্যাঁ. ঘুরঘুর করে। তবে আমি আমল দিই না তাকে।

ভাল করিস।

আর কথা হলো না

সেদিন রাতে আমার ঘুম হলো যেন একটা পরম তৃপ্তির ঘুম।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম নানা কথা। বিয়ে আমি করবোই।

তারপর বিয়ের পরে কি রঙিন সমারোহ সহকারে

মিথ্যা আমি বলি না।

তাই নাকি?

কখনো দেখেছ মিথ্যা বলতে?

না।

তবে?

মিথ্যা ত বলছি না। বলছি এর মধ্যে সত্য আছে কতকটা আর কতকটা বাড়িয়ে বলছ।

মনের কথা সরলভাবে প্রকাশ করাই সততা আর মনুষ্যত্বের প্রমাণ।

তাই জানি। কিন্তু তোমার কথার প্রমান পাব, যদি তুমি আমাকে সে সম্মান, সে মর্যাদা দাও।

নিশ্চয়ই।

কিন্তু একটা কথা আছে।

বল।

আমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রী করে হবে যখন, তখন বিয়ের আগে পাঁচজনকে তুমি বলো না।

কেন?

কারণ, অনেকের ত এ ব্যাপারে ঈর্ষা জাগতে পারে মনে।

তা বটে।

তাই আশা করি কথাটা রাখবে তুমি।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার দেরী করতে ইচ্ছা হচ্ছে না

দেরী করতে চাও না।

না।

বেশ, তাহলে যে সময় বলবে, তাই হবে।

আগামী অগ্রানেই হবে। তবে রেজিষ্ট্রীর পরে একটা ফাংশান করতে হবে কিন্তু।

তা তোমার ইচ্ছা।

এটাতে আমার সম্মানের সঙ্গে তোমারও সম্মান জড়িত অলকা।

তাত বটেই। আমি জানি তুমি এটা করবে—তাই মন স্থির করতে দেরী হয়নি আমার। এখন তোমার যা ইচ্ছা—

আর একটা কথা—

বল।

বিয়ের ঠিক আগে কিন্তু তোমাকে নার্সিং-এর চাকরী ছেড়ে দিতে হবে।

বেশ ত, তুমি যদি চাও তাহলে ছেড়ে দেব আমি নিশ্চয়।

খুশী হলাম।

কিন্তু এর কি প্রয়োজন?

জান ত, আমি বন্ধুদের বা আত্মীয়দের কাছে এ পরিচয় দিতে চাই না যে আমার স্ত্রী বিয়ের আগে নার্স ছিল।

তা বটে।

আর এ পরিচয় কেউই দিতে চায় না।

তা ঠিক। কিন্তু চাকরী ছাড়ার পর বিয়ে করলেও পুরোনো কথা ত আমার পরিচিত মহলে জানে।

তা জানুক তোমার পরিচিত সকলেই ত আমার বন্ধু বা আত্মীয়দের পরিচিত নয়। তা কখনো হবারও সুযোগ নেই।

এ কথা ঠিক।

তাই আগে থেকেই সাবধান হতে হবে। আমি তোমাকে বিয়ের তারিখ জানাব। তার পনেরো কুড়ি দিন আগে তুমি নার্সিং ছেড়ে দেবে।

বেশ ত—

বলা শেষ হলো।

অনুপম তারপর আমাকে সজোরে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমার পানে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললে—আজ তুমি কি সুন্দর।

তাই নাকি?

সত্যি।

বলে সে আমার উত্তপ্ত গালে মৃদু অধর স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ভাবতে লাগলাম এর আগে অনেকেই ত এমন করেছে আমার সঙ্গে।

কিন্তু তখন ত দেহে-মনে আজকের মতো এমন রোমাঞ্চ শিহরণ জাগেনি।

তবে আজ তা হলো কেন?

আমি কি হঠাৎ পালটে গেলাম ?

কিন্তু না, আমি কিছুই পালটাইনি। আমার মন তেমনি আছে—দেহ তেমনি আছে। শুধু নতুন করে আজ আমি ভালবেসেছি।

পুরোণো অলকার মৃত্যু হয়েছে। তার বদলে আজ জন্ম নিয়েছে নতুন অলকা।

একেবারে পৃথক একটি নারী। যে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে জানে। যে ভালবাসা পেতে জানে।

আমার মন যেন একটা রহস্যময় লোকে বিরাজ করতে থাকে।

॥ বারো ॥

কয়েকদিন আরও কেটে গেল।

এর মধ্যে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। অনুপমও মন স্থির করেছে।

সব কিছু কাগজ ঠিকুজী আলোচনা করল সে। একদিন আমাকে বললে—আগামী দশই অঘ্রান আমাদের বিয়ে হবে অলকা।

দশই ?

হ্যাঁ।

বেশ, তবে তাই হোক। আমি ঠিক সময়েই আমার কথামত চাকরী ছেড়ে দেব।

তা ত দেবে। কিন্তু বিয়ে হবে কোথায় ?

কেন, ঘর ত একটা কি দুটো ভাড়া নিতেই হবে। সেখানে হবে।

ঠিক আছে।

আত্মীয়দের এখন জানিয়ে কাজ নেই। পরে জানাবে যখন ফাংশান করবে।

ঠিক আছে।

তাই আমি নির্দিষ্ট দিনে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম।

দুজনে রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে একমাস পরে বিয়ে করব বলে নোটিশও দিয়ে এলাম।

ও অবশ্য বললে—এটা ভালই হলো। একমাস তুমি মনকে তৈরী করবে।

আমি হাসলাম। ওর কথায় সম্মতি দিয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলাম।

*　　　*　　　*

কিন্তু নির্দয় বিধাতা যে আমার বিরুদ্ধে অন্য একটা দিক থেকে চক্রান্ত আঁটছিল মনে মনে তা আমি ঠিক কল্পনা করতে পারিনি।

সেদিন আমি বেড়াচ্ছিলাম ওর সঙ্গে নিউ মার্কেটে।

ইতিমধ্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল অনুপম। আমাকে সেখানেই রেখেছিল।

আমার খরচ পত্রও সেই বহন করছিল। বিশেষ দরকারী

দু-চারটে জিনিষ কেনার জন্যেই বেড়াতে বের হয়েছিলাম আমরা।

কিন্তু বাদ সাধল ভগবান।

আমরা মার্কেটে দুজনে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসছিলাম।

ও ছিল পিছনে—আমি সামনে।

ও বললে—কিছু খাবে না?

খাবে?

হ্যাঁ।

বেশ ত!

তবে চল সামনের ঐ রেষ্টুরেণ্টে যাই।

চল।

দুজনে ঢুকছি—এমন সময় হঠাৎ একজন লোক আমাকে দেখে বললে—এই যে, অলকা না।

কে?

চমকে ফিরে তাকালাম।

চেনা চেনা মুখটা মনে হলো।

বললাম—আপনি?

চিনতে পারছ না?

চেনা চেনা মনে হয়—ঠিক পারছি না।

লোকটার পরণে প্যাণ্ট, তার উপরে একটা লম্বা গলাবন্ধ কোট।

গলায় সিল্কের মাফলার।

চেহারার মধ্যে যেন একটা হঠাৎ বড়লোক বা বাবুগিরির ছাপ।

বললাম—কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ—মনে নেই আমাকে ?

চেয়ে দেখি অনুপম একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বোধ হয় আমাদের কথা ঠিক শুনছিল না। কিন্তু সেটা আমারই ভুল।

লোকটি বললে—আমার নাম রাজকুমার। তোমার সেই যে বন্ধুটি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল বাইরে থেকে—কি যেন নাম—

কার কথা বলছেন ?

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রবীন। সে বাবুটা কোথায় গেল ?

সে বোম্বে গেছে। সেখানেই থাকে।

তাকে ছেড়ে দিয়েছ। ভাল করেছ। সেইত তোমাকে ভাড়া খাটিয়ে খেতো।

এসব বাজে কথা যেতে দিন। আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছি এখানে খেতে—

আহা চট্‌ছো কেন ? আমিও ত তোমার ঘরে দু এক স্ফূর্তি করেছি। তা এখন কি এই বাবু ধরেছ ?

এক্ষণে লোকটার মুখে মদের গন্ধ পেলাম।

আমি বিরক্ত হলাম।

বলে উঠলাম—না, উনি আমার স্বামী হতে চলেছেন।

বলো কি! বিয়ে?

হ্যাঁ।

বাঃ, ভেরী গুড্। তা কোত্থেকে ওই বোকা লোকটিকে পাকড়ালে বলো তো। তোমার মত বিদ্যাধরীকে সে বিয়ে করবে।

কথাটা শুনে অনুপম রেগে উঠল। এতক্ষণ সে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এবারে এগিয়ে এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরল।

বললে, কে তুমি?

আমি?

হ্যাঁ।

আমি ওর একজন পুরোনো বাবু, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

এক্ষুণি বেরিয়ে যাও।

তা আমি অন্যায়টা কি করলাম, ও বাবা সত্যি কথা বলতে পাপ?

কি সত্যি?

সত্যি, ও ছিল বিদ্যাধরী, ওর বাবু ওকে ভাড়া খাটিয়ে খেতো।

করে?

সে অনেকদিন ভাগে।

জান, উনি নার্স ?

নার্স ?

হ্যাঁ।

ও বাবা, তুমি আবার এর মধ্যে নার্স হয়ে গেছ নাকি ? তা নার্সিং পাশ করলে কবে ?

অনেকদিন করেছে, উত্তর দিল অনুপম।

বেশ বেশ, তা ভাল। নার্স হয়েছ, বিয়ে করছ, এত খবর ত জানতাম না। তাহলে তুমি ত এখন একজন ভদ্রমহিলা।

নিশ্চয়।

তাহলে আমার এ সব বলাই অন্যায় হয়ে গেছে। তাহলে চলি গুড্‌বাই জেণ্টাল ম্যান ম্যাডাম!

বলে সে চলে গেল।

আমি আর অনুপম প্রস্তর মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

* * *

কিছুক্ষণ পর।

অপমুম বললে চল—

কোথায় ?

ভেতরে।

একটা কেবিনে ঢুকলাম আমরা দুজনে। বসলাম গিয়ে মুখোমুখি।

অনুপম ডাকল অলকা—

—কি ?

এ সব কথা কি সত্যি ?

হ্যাঁ।

তুমি ত এসব বলনি।

—না।

কেন ?

ভেবেছিলাম পরে বলব।

বিজয় কে ?

সেই ছেলেটাই আমাকে প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।

কোত্থেকে ?

বাড়ি থেকে। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল অন্য এক জায়গায়। আমি ওর প্রেমে বিভোর হয়ে ওর সঙ্গে চলে আসি কোলকাতায়।

তারপর ?

তারপর সে বিয়ে করেনি। আমাকে বিপথগামিনী হতে বাধ্য করেছিল।

তবে তুমি নার্স হলে কি করে ?

আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসে হাসপাতালে কাজ নিই।

সে এখন কোথায় ?

বোম্বে গেছে। তাকে আমি দূর করে দিয়েছি চিরদিনের মতো।

ঠিক আছে। এসব কথা তোমার আগেই বলা উচিত ছিল।

আবার দুটি চোখ জলে ভরে উঠল। বললাম, শোনো তুমি সব কথা।

বেশ, বল

আমি ধীরে ধীরে তাকে আমার জীবনের সব কথা সংক্ষেপে বললাম।

তারপর বললাম, আমার সব কথা শুনে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে পার ত করো—তা না হলে জীবনকে বিড়ম্বিত করো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনুপম।

বললে, ঠিক আছে আমি ভেবে দেখি কি করা যায়।

বেশ ত দেখো।

দুজনে গম্ভীরভাবে উঠে পড়লাম। পথে বেরিয়ে সে বললে চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঠিক আছে।

আমি তার সঙ্গে চললাম। একটা ট্যাক্সি করে সে আমাকে পৌঁছে দিল কোয়ার্টারে।

যাবার সময় বললে, আচ্ছা চলি।

তার মুখখানা বেশ গম্ভীর বলে মনে হলো।

আমি তাঁকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলাম না।

যাবার সময় সে শুধু বললে—আমার যা কথা, তা একটু ভেবে তোমাকে পরে জানাব। কেমন?

আচ্ছা।

তাহলে চলি—

সে ধীর পায়ে চলে গেল গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়েও আমি তার অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম

আবার আমার দুটি চোখ জলে ভরে উঠল। একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন গুমরে উঠল মনের মাঝে। কিন্তু সে ব্যথা প্রকাশের ভাষা পেল না।

কোয়ার্টারে ঢুকে আমি শয্যায় শুয়ে পড়লাম। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হলো।

কিন্তু লজ্জায় তা পারলুম না। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম আমি।

॥ তেরো ॥

রাত বোধ হয় আটটা।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সময় যে কোন দিক দিয়ে চলে গেছে জানি না।

বিশাখা এলো। আমার ঘুম ভাঙ্গাল সে। বললে—ডিউটি শেষ হলো। তারপর তুই শুয়ে কেন?

মন ভাল নেই।

কি হলো?

জানি না।

বলবি না?

কি বলব? আমার সারাটা মন যে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আজ।

কেন ?

সে অনেক কথা।

বলবি না।

আমি ধীরে ধীরে তাকে সামান্ত ইংগিতে সবটা বুঝিয়ে বললাম।

ঝগড়া হয়েছে ?

হ্যাঁ।

ভাবিস না। দুদিন পরেই আবার ঠিক সেধে চিঠি দেবে।

দেবে ?

নিশ্চয়।

দেখা যাক।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ওঠ, খেয়েনে।

খাব না।

কেন ?

খেতে ইচ্ছা নেই।

তা কি হয় ? সারা রাত উপোস করতে নেই।

তা ত মানি।

সামান্ত কিছু খেয়ে নে।

বেশ ত, দাও।

আমি দু পিশ রুটি আর একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাল।

বিশাখা আমাকে আর বিরক্ত করল না সে রাতের জন্তে।

ছুদিন পরে।

চিঠি এলো অনুপমের কাছ থেকে।

ছোট চিঠি ঃ

প্রিয় অলকা,

একথা আমি মনে প্রাণে স্বীকার করতে বাধ্য যে তোমাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম। যদিও সে ভালবাসা ক্ষণিক কিনা জানি না।

ভাল আজও বাসি।

কিন্তু···

যে কথা সেদিন শুনলাম—যা বুঝলাম, তাতে মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উঠল।

না, আমার মতো খ্যাতিমান লোকের, সভ্য লোকের পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

জানি, আমি তোমার সামনে গেলেই মনের এই বল হারিয়ে ফেলব।

তাই আমি স্থির করেছি, তোমার সামনে গিয়ে আর দাঁড়াব না।

এভাবে দাঁড়ালে আমি হয়ত আবার মনের জোর হারিয়ে ফেলতে পারি।

শোন অলকা—মানুষ কি চায় জান? শুধু প্রেমই সব নয়—হৃদয়ই সব নয়—সমাজ বলেও একটা বিরাট বস্তু ত আছে।

তাই পারলাম না আমি। তুমি ক্ষমা করো—আর কখনো এসো না আমার সামনে।

ভালবাসা নিও। ইতি— তোমার

অনুপম

চিঠিটা আমি পড়লাম।

একবার—দুবার—তিনবার ভাল করে সেটা আমি পড়লাম।

তারপর সেটা দিলাম বিশাখাকে। বিশাখাও সেটা পড়ল কয়েকবার।

তারপর ঠোঁট উল্টে বললে—হুঁ, যতো সব বড় বড় কথা লিখেছে।

তার মানে?

মনে একটু সাহস নেই, কুসংস্কারে বাঁধা, অথচ প্রেম করতে চায় এরা!

এর দোষ কি?

দোষ নেই?

না।

অনেক দোষ আছে।

তার মানে?

মানে মনটাকে একটু শক্ত করতে যে পারে না, সে আবার পুরুষ মানুষ?

তা বটে

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

বিশাখা বললে—শোন্—এসব তুই ছাড়ত। যা বলি তাই কর।

কি?

আমার সঙ্গে বের হবি?

কোথায়?

চল না।

আমি জানতাম বিশাখা রোজ সুন্দর সেজে দামী শাড়ি পরে সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে যায়।

আমি বললাম—কোথায় যেতে হবে?

দেখতেই পাবি।

আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু বললাম—ঠিক আছে। যাব।

মনে জোর আছে ত?

আছে।

কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবি?

পারব।

তবে চল।

তখন আমি বুঝলাম না, যাকে ও কুসংস্কার বলল, তা কু নয়। সংস্কারই সমাজকে রক্ষা করে। আর তা না থাকলে হয় মানুষের অপমৃত্যু।

অবশ্য আজ তা বুঝি।

কিন্তু তা বুঝে লাভ কি ?

যাক সে কথা। সেদিন আমি এর কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

ও বললে— সন্ধ্যাবেলা তৈরী হয়ে থাকবি কিন্তু

থাকব।

ড্রেসটা যেন একটু দামী আর চকচকে হয়।

আচ্ছা।

বিশাখা বেরিয়ে গেল।

*　　　*　　　*

সেদিন ছটায় ফিরল বিশাখা।

আমি সাজসজ্জা পরে তৈরী হয়েই ছিলাম। বিশাখা আমাকে দেখে বললে—ভেরী গুড!

হয়েছে ?

হ্যাঁ।

চল।

হ্যাঁ, চল।

দুজনে নিচে নামলাম। বিশাখা একটা ট্যাক্সিতে উঠল আমাকে নিয়ে।

বললে—চালাও এসপ্লানেড।

ট্যাক্সি ছুটল।

ভয় করছে।

ভয়?

হ্যাঁ।

কেন?

জানি না ভাই—

প্রথম প্রথম লাগে। বুকটা যেন দুরু দুরু করে। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়।

তা বটে।

মন খারাপ করিস না।

তা করছে না। আমি ত আর সতী সাবিত্রী নারী নই ভাই।

তা বটে।

বলে বিশাখা খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে—আমিও ত তা নই।

তা বটে।

মনে কর, যাচ্ছিস নতুন একটা অভিসারে।

বেশ, করলাম।

তার আর ভয় কি? ভয় নেই। এত প্রেম অভিসার।

প্রেম অভিসার?

হ্যাঁ।

বাঃ বেশ বললি ত।

আবার বিশাখা হাসল।

আমি কোনও কথা বললাম না—শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা অতি ধীরে।

একটু পরে—

গাড়ি এসে দাঁড়াল চৌরঙ্গি অঞ্চলের একটি অতি সুন্দর সুসজ্জিত হোটেলের সামনে।

সামনে অনেক আলো। বহু লোক।

বিশাখা আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে তখন নানারকম বাজনা বাজছে।

একগাদা মেয়ে পুরুষ বসে। কেউ বাঙালী, কেউ এ্যাংলো, কেউ গুজরাটি, কেউ হিন্দুস্তানী, কেউ পাঞ্জাবী।

যেন বিশ্বের সব জাতের নারী আর পুরুষের একটা বিরাট একত্র সমাবেশ।

বিশাখা বললে—কেমন দেখছ?

মন্দ নয়।

ভেতরে চল।

ভেতরে?

হ্যাঁ, কেবিনে।

চল।

বিশাখা আমাকে নিয়ে একটা কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

বয় এলো।

বিশাখা বললে—গা গরম করি আগে। বয়, দু পেগ হুইস্কি

হ্যাঁ।

তা হয় না। আমার বিবেককে আ[illegible] কৈফিয়ৎ দেব?

কেন?

কারণ আমি যে এখন মনে প্রানে একটা পতিতা।

তা নয়। এটা তোমার মনের ভুল। আমি সে ভুল শুধরে দেই।

বেশ তা যদি করো, আপত্তি নেই।

তবে যেতে হবে তোমাকে। আজই।

কোথায়?

আমার বাড়িতে।

সত্যি?

হ্যাঁ, সব সত্যি।

অজিত আর অলকার জীবন তারপর সুরু হলো নতুন ভাবে।

জানি না এর পরিণতি কি—ভাল না মন্দ?

সমাপ্ত